তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়োনা

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

Scanned by CamScanner

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ

তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়োনা

সংকলন

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফার্স্ট ক্লাশ)

দাঈ, জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব।

সম্পাদনা

শাইখ আজমাল হেসাইন

দাঈ, জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব।

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ

.০১৭০৮-৫২৪ ৫২৫, ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫

Scanned by CamScanner

তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়োনা

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফার্স্ট ক্লাশ

তথ্যসুত্র ও বিন্যাস

যায়নুল আবেদীন বিন নুমান

দাওরায়ে হাদীস ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, বি.এ. এম.এ.ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রাবি.
সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা ইশাআতিল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ,
রাণীবাজার, রাজশাহী। joynulabadin88@gmail.com

প্রকাশনায়

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

প্রধান শাখাঃ রাণীবাজার, মাদরাসা মার্কেট, রাজশাহী।

০১৭০৮-৫২৪৫২৫, ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫

২য় শাখাঃ সোনাদিঘী মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী

০১৭৩৭-১৫২০৩৬

ওয়েবঃ http://wahidiyalibrary.blogspot.com

ইমেইলঃ wahidiyalibrary@gmail.com

প্রকাশনা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০১৫ ঈসায়ী।

২য় প্রকাশঃ আগষ্ট ২০১৭ ঈসায়ী।

নির্ধারিত মূল্যঃ ৪৭ টাকা।

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

১	ভূমিকা	০৭
২	ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও পাপাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের কতিপয় বাণী	০৯
৩	সমকামিতার ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে	১৫
৪	সুস্থ বিবেকবান সকলেই এই ঘৃণিত ও নোংরা কাজকে অপছন্দ করে	১৬
৫	কতিপয় জীব-জন্তুও যেনা-ব্যভিচারকে ঘৃণা করে	১৮
৬	কিয়ামতের পূর্বে যেনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে	১৯
৭	পশ্চিমা বিশ্বে ব্যভিচার প্রসারিত হওয়ার উপর একটি সমীক্ষা	২০
৮	বর্তমান সমাজের তথাকথিত নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার অপর নাম অবাধ যৌনচারের অধিকার	২২
৯	ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ব্যভিচারের কুফল	২৪
১০	যেনা-ব্যভিচারের কারণে যেসমস্ত মরণ ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে	২৭
১১	এই মরণব্যাধির কোন চিকিৎসা আছে কি?	৩০
১২	ব্যভিচার ও তার ধ্বংসাত্মক পরিণাম থেকে বাঁচার উপায়	৩২
১৩	কুরআন ও হাদীছে যেনা থেকে নিষেধ করা হয়েছে	৩২
১৪	দুনিয়াতে ব্যভিচারীর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করা	৩৫
১৫	আল্লাহ্ তাআলা ব্যভিচার বর্জনকারীদের জন্য উত্তম পুরুষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন	
১৬	পরকালে ব্যভিচারী নারী-পুরুষের করুণ অবস্থা	৪২
১৭	ব্যভিচারীর পরকালীন শাস্তির অন্য একটি চিত্র	৪৩

Scanned by CamScanner

১৮	বৃদ্ধ বয়সে ব্যভিচার করলে অতিরিক্ত শাস্তি	৪৩
১৯	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন নর-নারী থেকে যেনা-ব্যভিচার না করার অঙ্গীকার নিতেন	৪৪
২০	বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে	৪৪
২১	অবিবাহিত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে	৪৬
২২	ব্যভিচারী নারীকে বিবাহ করা এবং ব্যভিচারী পুরুষের কাছে সতী-সাধবী নারী বিবাহ দেওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে	৪৬
২৩	ব্যভিচারী মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষতিসমূহ	৪৭
২৪	দশবছর বয়সের ছেলেমেয়েদের বিছানা আলাদা করতে বলা হয়েছে	৫০
২৫	অন্যদের ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে বলা হয়েছে	৫১
২৬	নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে	৫৩
২৭	মহিলার ছবির দিকে দৃষ্টি দিতে নিষেধ করা হয়েছে	৫৪
২৮	অশ্লীল গান বাজনা শ্রবণ করতে নিষেধ করা হয়েছে	৫৫
২৯	অপরিচিত মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত করতে নিষেধ করা হয়েছে	৫৬
৩০	বেপর্দা চলতে নিষেধ করা হয়েছে	৫৮
৩১	নারীকে তার দৈহিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে	৬২
৩২	বিনা প্রয়োজনে মহিলাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে	৬৩
৩৩	প্রয়োজনবশত মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার আদব	৬৬
৩৪	অপরিচিত মহিলার সাথে মুসাফাহা করতে নিষেধ করা হয়েছে	৬৯
৩৫	স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে	৭১

Scanned by CamScanner

৩৬	বিনা প্রয়োজনে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে	৭২
৩৭	স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে স্ত্রীকে সাড়া দিতে বলা হয়েছে	৭৬
৩৮	স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে	৭৭
৩৯	স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে	৭৭
৪০	মহিলাকে তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে	৭৮
৪১	পর পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কোমল কণ্ঠ পরিহার করতে বলা হয়েছে	৭৯
৪২	প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে বলা হয়েছে	৮০
৪৩	আল্লাহ তাআলা ব্যভিচার বর্জনকারীদের জন্য উত্তম পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন	৮২
৪৪	যে ব্যক্তি সুযোগ পাওয়ার পরও ব্যভিচার ছেড়ে দিবে তার জন্য সুসংবাদ	৮৩
৪৫	ব্যভিচার পরিত্যাগ করার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তা কবুল হয়	৮৫
৪৬	মুসলিম পিতাদের প্রতি আহবান	৮৮
৪৭	মুসলিম মাতার প্রতি উপদেশ	৯০
৪৮	হে যুবক ভাই!	৯১
৪৯	হে যুবতী বোন!	৯৮
৫০	হে সাদা চুলধারী বৃদ্ধ!	১০০
৫১	হে আলেম ও দাঈগণ!	১০২
৫২	পরিশেষ	১০৪

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ:

ইসলাম এমন একটি পবিত্র ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার কল্যাণের দিকে আহবান জানায় এবং সকল প্রকার অকল্যাণ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যে সমস্ত আদেশ করেছেন, তাতে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। আর যে সমস্ত কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তাতে মানব জাতির জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নেই। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে যে সমস্ত কাজ-কর্ম আমাদের জন্য হারাম করেছেন, তার মধ্যে ব্যভিচার অন্যতম একটি হারাম কাজ। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا﴾

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং খুবই মন্দ পথ"। (সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৩২) ব্যভিচার যে কত ভয়াবহ অপরাধ তা কুরআনের শব্দ প্রয়োগ থেকেই বুঝা যায়। আল্লাহ তাআলা শুধু এটিই বলেন নি যে, তোমরা ব্যভিচার করোনা; বরং বলেছেন যে, এটা করা তো দূরের কথা এর কাছেও যেয়ো না।

যে সমস্ত কবীরা গুনাহ্ ব্যক্তির জীবনকে কলঙ্কিত করে ফেলে, তার দুনিয়া ও আখেরাতকে ধ্বংস করে দেয়, চিরস্থায়ী দুর্দশায় নিপতিত করে, সদা পেরেশান রাখে, যার কালো ছায়া তাকে অনবরত তাড়িত করে, যার অনিষ্টকর পরিণাম তাকে ধাওয়া করে, মৃত্যুর মুহূর্তে, কবরে এবং রোজ কিয়ামতে তাকে যন্ত্রনা দেয়, সেটি হচ্ছে ব্যভিচার।

এটি এমন একটি অপরাধ, যা স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়, বালা-মুসিবত নিয়ে আসে, রোগব্যাধিতে আক্রান্ত করে, বরকত নষ্ট করে এবং রিযিক সংকীর্ণ করে দেয়।

এটি এমন একটি জঘিণ্য কাজ, যা আত্মীয়তার বন্ধন কেটে দেয়, বংশ পরম্পরাকে নষ্ট করে, ঈমান খেয়ে ফেলে, ব্যক্তি পারিবারিক জীবনে অপমান বয়ে আনে এবং আখিরাতে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে।

Scanned by CamScanner

এটি এমন অপরাধ যার কারণে মানুষ খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়, মারামারি সংঘটিত হয়, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, সতী নারীরা চরিত্র হারায়, যুব সমাজ ধ্বংস হয়, পরিবার কাঠামো ভেঙ্গে যায় এবং পিতৃ পরিচয় ছাড়া জন্ম গ্রহণ করে আদম সন্তান।

সমস্ত আলেম ও সাধারণ মুসলিমের নিকট একথাটি দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, উপরে বর্ণিত ক্ষতি ছাড়াও আরও অনেক ক্ষতি ও অকল্যাণ থাকার কারণে মহান সৃষ্টিকর্তা কুরআনের অনেক জায়গায় তাঁর বান্দাদের উপর যেনাকে হারাম করেছেন।

তাই আমি কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করার ইচ্ছা পোষণ করি, যা আমাদের যুব সমাজের চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখবে ইনশা-আল্লাহ। আমি বিষয়টিকে অতি সহজ সরল ভাষায় এবং সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে যথা সময়ে পুস্তকটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি বিশেষ নিবেদন, মুদ্রণ জনিত কোন ভুল-ভ্রান্তি নজরে আসলে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন। যাতে করে পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করা যায়।

হে আল্লাহ! এই বইয়ের লেখক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, তত্ত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দানে ভূষিত কর। সকলকে মার্জনা কর, আমাদেরকে সকল প্রকার অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখো এবং এ কাজটিকে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবূল কর। আমীন॥

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
ই-মেইল ashahed1975@gmail.com
মোবাইলঃ বাংলাদেশ ০১৭৩২৩২২১৫৯
সৌদি আরবঃ +৯৬৬৫০৩০৭৬৩৯০

Scanned by CamScanner

ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতার ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের কতিপয় বাণী

আল্লাহ্ তাআলা সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল ও পাপাচারিতা থেকে তাঁর বান্দাদেরকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"তুমি বলে দাওঃ আমার প্রতিপালক কেবল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন গুনাহ্, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, যার কোন দলীল-প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানোনা"।[১] আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"তুমি বলঃ এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই- নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ"।[২]

---

১. সূরা আরাফ-৭:৩৩

২. সূরা আনআম-৬:১৫১

Scanned by CamScanner

আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

"তোমরা নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য"।[৩]

আর যারা মুমিনদেরকে অশ্লীল ও পাপ কাজের প্রতি উৎসাহ দিবে তাদের মধ্যে পাপের কাজ ছড়িয়ে পড়াকে পছন্দ করবে তাদেরকেও কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না"।[৪]

মানব জাতির প্রকাশ্য দুশমন শয়তান তাদের সামনে অশ্লীল কাজগুলো চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখায় এবং তাদেরকে সেদিকে আকৃষ্ট করে। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ"।[৫]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

« إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ »

---

৩. সূরা আনআম-৬: ১৫১

৪. সূরা নূর-২৪:১৯

৫. সূরা বাকারা-২:২৬৮

Scanned by CamScanner

"মুমিন ব্যক্তি যখন কোন একটি পাপের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সে যদি তাওবা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর পাপের কাজ যত বেশী করবে ততই কালো দাগ লাগতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে তার অন্তরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে"।[৬] আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং খুবই মন্দ পথ"।[৭] আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾

"এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী হবে"।[৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্‌কে নেকী দ্বারা পরিবর্তিত

---

৬. তিরমিযী, আহমাদ ও ইবনে মাজাহ তাও. হা/৪২৪৪। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান ও সহীহ।
৭. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৩২
৮. সূরা মুমিনুন-২৩:৫-৭

Scanned by CamScanner

করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[৯]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لاَ يَزْنِي الزاني حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

"যেনাকারী যেনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না"।[১০] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«يَا أُمَّة مُحَمَّد مَا أَحَد أَغْيَر مِنْ اللهِ أَنْ يَزْنِي عَبْده أَوْ أَمَته تَزْنِي»

"হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ্ তাআলা সবচেয়ে বেশী রাগান্বিত হন যখন তার কোন বান্দা বা বান্দী যেনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়"।[১১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«إِذَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قرية فقد أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عذابَ اللهِ»

"যখন কোন গ্রামে যেনা এবং সুদ ছড়িয়ে পড়বে, তখন সেই গ্রামের লোকেরা তাদের উপর আল্লাহর আযাব ডেকে নিয়ে আসলো"।[১২]

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "কোন ব্যক্তির জন্য দশজন মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপরাধের চেয়ে কম পর্যায়ের। এমনিভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করার অপরাধ অন্য দশটি ঘর থেকে চুরি করার অপরাধের চেয়ে জঘন্য"।[১৩] প্রতিবেশীর হক নষ্ট করার অপরাধ দূরের মানুষের হক নষ্ট করার চেয়ে অধিক ভয়াবহ হওয়ার কারণ হল, প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং প্রতিবেশীর স্ত্রী-পরিবারের হেফাজত করা জরুরী। তাই সে দায়িত্ব পালন না করে নিজেই যদি প্রতিবেশীর ঘর থেকে চুরি করে কিংবা প্রতিবেশীর স্ত্রী-কন্যার সাথে ব্যভিচার করে তার গুনাহও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

---

৯. সূরা আলফুরকান-২৫:৬৮

১০. বুখারী তাও. হা/২৪৭৫, সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ঈমানের বৃদ্ধি ও কমতি, তিরমিযী মাপ্র. হা/২৬২৫।

১১. বুখারী, অধ্যায়ঃ গাইরাত, তাও. হা/৫২২১।

১২. গায়াতুল মারাম, ১/২০৩

১৩. আহমাদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের উপদেশ, হাদীছ নং- ৫৫৫৬। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

Scanned by CamScanner

ব্যভিচার একটি জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ্ ইহা অবৈধ ঘোষণা করার সাথে সাথে উহাতে লিপ্ত ব্যক্তির উপর শরীয়তে দন্ডবিধি নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু পড়শির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অতি জঘন্য ও গুরুতর পাপের কাজ। সুতরাং তার শাস্তিও বেশী কঠিন। ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলামঃ

«أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্‌টি? উত্তরে তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললামঃ নিশ্চয়ই এটি একটি বড় অপরাধ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে খাবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলামঃ অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়া"।[১৪] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فأوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بعذاب»"

"যত দিন আমার উম্মাতের মধ্যে যেনার সন্তান বৃদ্ধি না পাবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। যখন তাদের মাঝে যেনার সন্তান বেড়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব ব্যাপক করে দিবেন"।[১৫]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

১৪. বুখারী, অধ্যায়ঃ যেনাকারীর অপরাধ তাও. হা/৪৪৭৭।
১৫. সহীহুত তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ২/৩০৬

Scanned by CamScanner

"যখনই কোন জাতির মধ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গের অভ্যাস গড়ে উঠবে তখন তাদের মধ্যে খুনখারাবী বেশী হবে। আর যে বংশের মধ্যে যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে আল্লাহ্ তাদের উপর মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিবেন আর যখন কোন জাতি যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিবে তখন তাদের উপর অনাবৃষ্টি চাপিয়ে দিবেন"।[১৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا»

"নিশ্চয় কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়বে, ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবে"।[১৭] তিনি আরো বলেনঃ আমার উম্মাতের একটি দল যেনাকে হালাল মনে করবে"।[১৮]

মুমিন ব্যক্তি যখন দেখবে যে, কোন বনী আদম কোন অপরিচিত মহিলার সাথে আপত্তিকর তথা অশ্লীল কথা বলছে তখন ক্রোধে তার শরীরের চামড়া কেঁপে উঠবে, সে কখনই এ দৃশ্য বরদাশত করতে পারে না। সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষকে হারাম কাজে লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাই, তাহলে আমি তলোয়ারের মাধ্যমে তার গর্দান উড়িয়ে দিব। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি সা'দের আত্মসম্মানবোধ দেখে আশ্চর্যবোধ কর না? আমি তার চেয়ে বেশী আত্মসম্মানী আর আল্লাহ্ আমার চেয়ে আরও বেশী আত্মসম্মানী।[১৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

«لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمِ الذين مضوا»

---

১৬. সীলসীলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ১০৭।
১৭. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম, তাও. হা/৮০।
১৮. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবা।
১৯. বুখারী, অধ্যায়ঃ গায়রাত।

Scanned by CamScanner

"যে জাতির মধ্যে যেনার বিস্তার ঘটবে, এমনকি প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিবে, তাদের মধ্যে মহামারিসহ এমন কঠিন রোগ দেখা দিবে, যা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে ছিল না"।[২০] তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো বর্তমান কালের এইডস্ রোগ।

সমকামিতার ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের বর্ণনা

পুরুষে পুরুষে যেনা করাকে লিওয়াত বা সমকামিতা বলা হয়। লুত (আলাইহিস সালাম) এর জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম এই অপবিত্র ও নোংরা কাজটি দেখা দেয়। এটি একটি নিকৃষ্ট ও ঘৃণীত কাজ। যেনার মাধ্যমে যেমন নানা রোগ-ব্যাধি ছড়ায়, এর মাধ্যমেও সে রকম জটিল রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। এর বহুবিধ অকল্যাণ ও ক্ষতির কারণে ইসলাম এই অশ্লীল কাজকে হারাম বলেছে এবং এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾

"এবং আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ? যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করে নি। তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমণ কর নারীদেরকে ছেড়ে; বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ"।[২১]

লুত (আলাইহিস সালাম) তার জাতির লোকদেরকে এই জঘন্য পাপের কাজ থেকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নি। তিনি তাদের কঠিন আযাবের ভয় দেখালেন। এতেও কাজ হলো না। বরং তারা বললঃ

﴿ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾

"আমাদের ওপর আল্লাহ্র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও"।[২২] তাদের সীমালঙ্ঘণের কারণে আল্লাহ্ আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

---

২০. সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং ১০৬।

২১. সূরা আরাফ-৭:৮০-৮১

২২. সূরা আনকাবুত-২৯:২৯

Scanned by CamScanner

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾

"অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম (উপরকে নীচে করে দিলাম) এবং তার উপর স্তরে স্তরে পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়"। [২৩] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثَلاَثاً»

"যে ব্যক্তি লুত (আলাইহিস সালাম) এর জাতির অপরাধে (সমকামিতায়) লিপ্ত হবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত"। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।[২৪] তিনি আরও বলেনঃ

«لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»

"আল্লাহ্ সেই পুরুষের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যে অন্য পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হলো অথবা স্ত্রীর পশ্চাৎ পথে সহবাস করল"।[২৫]

সুস্থ বিবেকবান সকলেই এই ঘৃণিত ও নোংরা কাজকে অপছন্দ করে

পৃথিবীর ভাল-মন্দ সকল সুরুচী সম্পন্ন মানুষই এই নাপাক কাজকে অপছন্দ করে। এমনকি যে পুরুষটি এই অশ্লীল কাজে লিপ্ত, সেও চায় না যে, তার স্ত্রী, মা-বোন এবং অন্য কোন আত্মীয়ের সাথে এই জঘন্য কাজটি করা হোক। আমার ধারণা, আমাদের সমাজের এমন পুরুষও থাকতে পারে যে, শত শত মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছে। অথচ সে কামনা করে যে, তার স্ত্রীটি ফুলের মত পবিত্র হোক।

---

২৩. সূরা হুদ-১১:৮২-৮৩

২৪. সিলসিলায়ে সহীহা, ১০/৫, হাদীছ হা/ ৩৪৬২।

২৫. সহীহ তারগীব ও তারহীব, (২/৩১২, হাদীছ হা/২৪২৪।

Scanned by CamScanner

এ ব্যাপারে জনৈক যুবকের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আচরণটি খুবই সুন্দর। যুবকটি এসেছিল তাঁর নিকট ব্যভিচারের অনুমতি চাওয়ার জন্য। আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) বলেনঃ

«إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ»

"একটি যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যেনার অনুমতি দিন। উপস্থিত লোকেরা তার দিকে ছুটে এসে ধমক দিতে শুরু করলো এবং বলতে লাগলো থামো! থামো! কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকটিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ কাছে এসো। যুবকটি কাছে এসে বসলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি কি পছন্দ কর তোমার আপন মায়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক? সে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি তা পছন্দ করি না। আমাকে আল্লাহ্ অপনার জন্য উৎসর্গ করুক। দুনিয়ার মানুষেরা চায় না যে তাদের মায়েদের সাথে যেনা করা হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেনঃ তুমি কি পছন্দ কর তোমার আপন কন্যার সাথে কেউ ব্যভিচার করুক? সে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি তা পছন্দ করি না। আমাকে আল্লাহ্ অপনার জন্য উৎসর্গ হিসাবে কবুল করুন! দুনিয়ার মোনুষেরা চায় না যে তাদের কন্যাদের সাথে যেনা করা হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

Scanned by CamScanner

পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি চাও তোমার আপন বোনের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক? সে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি তা পছন্দ করি না। আমাকে আল্লাহ্ আপনার জন্য উৎসর্গ হিসাবে কবুল করুন! দুনিয়ার মানুষেরা চায় না যে তাদের বোনদের সাথে যেনা করা হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি চাও তোমার আপন ফুফুর সাথে কেউ যেনা করুক? সে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি তা পছন্দ করি না। আমাকে আল্লাহ্ অপনার জন্য উৎসর্গ হিসাবে কবুল করুন! দুনিয়ার মানুষেরা চায় না যে তাদের ফুফুদের সাথে যেনা করা হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি চাও তোমার আপন খালার সাথে কেউ যেনা করুক? সে বললঃ আল্লাহর কসম! আমি তা পছন্দ করি না। আমাকে আল্লাহ্ আপনার জন্য উৎসর্গ হিসাবে কবুল করুন! দুনিয়ার মানুষেরা চায় না যে তাদের খালাদের সাথে যেনা করা হোক।

হাদীছের বর্ণনাকারী বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার তাঁর হাত মোবারক উক্ত যুবকের বুকের উপর রেখে বললেনঃ হে আল্লাহ্! এই যুবকের গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও, তার অন্তরকে পবিত্র করে দাও এবং তুমি তার লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর। এরপর যুবকটি কোন মহিলার দিকে তাকিয়েও দেখত না"।[২৬]

কতিপয় জীব জন্তুও যেনা-ব্যভিচারকে ঘৃণা করে

ব্যভিচার শুধু মানব জাতির কাছেই ঘৃণীত নয়, কিছু কিছু বন্য পশুও এই অপরাধকে ঘৃণা করে।

সহীহ বুখারীতে এই মর্মে আমর বিন মায়মুন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেনঃ "ইয়ামানে থাকাবস্থায় আমি একদা একটি উঁচু স্থানে ছাগল চরাচ্ছিলাম। দেখলাম একটি পুরুষ বানর একটি নারী বানরের হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। পুরুষ বানরটির চেয়ে কম বয়সের আরেকটি বানর এসে স্ত্রী বানরটিকে খোঁচা মারল। এতে স্ত্রী বানরটি পুরুষ বানরের মাথার নীচ থেকে চুপচাপ হাত বের করে আগত বানরটির

২৬. মুসনাদে আহমাদ, (৫/২৫৬, হাদীছের সনদ সহীহ।

Scanned by CamScanner

পিছে চলতে থাকল। কিছু দূর গিয়ে বানরটি স্ত্রী বানরের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হল। তারপর স্ত্রী বানরটি ফিরে এসে ধীরে ধীরে তার যুগলের (স্বামীর) গালের নীচে হাত রাখার চেষ্টা করতেই সে পেরেশান হয়ে জেগে উঠল। স্ত্রী বানরটির শরীরের গন্ধ পেয়েই চিৎকার করতে শুরু করল। এতে একদল বানর একত্রিত হল। পুরুষ বানরটি চিৎকার করে হাতে স্ত্রী বানরটির দিকে ইঙ্গিত করে ব্যভিচারের কথাটি অপরাপর বানরকে বুঝাতে লাগল। বানরগুলো ডানে বামে খুঁজা-খুজি করে অপরাধী বানরটিকে ধরে নিয়ে আসল। আমর বিন মায়মুন বলেনঃ আমি সেই বানরটিকে চিনে রেখেছিলাম। তারা উভয়ের জন্য গর্ত খনন করলো এবং উভয়কেই রজম করলো। আমর বিন মায়মুন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ আমি বনী আদম ছাড়াও অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যেও রজম দেখেছি।

অন্য বর্ণনায় আমর বিন মায়মুন বলেনঃ বানরগুলোর পাথর মারার দৃশ্য দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে আমিও তাদের সাথে পাথর মারলাম।

কিয়ামতের পূর্বে যেনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا»

"নিশ্চয় কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়বে এবং মুসলমানেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে"।[২৭]

তিনি আরও বলেনঃ আমার উম্মাতের একটি দল যেনাকে হালাল মনে করবে"।[২৮] আখেরী যামানায় ভাল লোকগণ চলে যাওয়ার পর শুধুমাত্র দুষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তারা প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের সামনে গাধার ন্যায় ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। আর তাদের উপরেই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।[২৯]

---

২৭. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম, তাও. হা/৮০।

২৮. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবা।

২৯. মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

Scanned by CamScanner

ইমাম কুরতুবী ﷺ বলেনঃ এ হাদীছে নবুওয়াতের অন্যতম প্রমাণ রয়েছে। কারণ তাঁর ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আমাদের যামানায় প্রকাশ্যে ব্যভিচার সংঘটিত হচ্ছে।

সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বাস্তবে রূপ নিয়েছে। বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহে মুসলমানগণ আল্লাহর দ্বীন ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালঙ্ঘন করছে। তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যভিচার নামক ঘৃণীত একটি অপরাধ। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, কিছু কিছু মুসলিম দেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত পতিতালয় রয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ার উপর একটি সমীক্ষা

পশ্চিমা দেশগুলোর সামাজিক অবস্থার প্রতি নজর দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের হুবহু বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমা গবেষকগণ বলেনঃ সমাজে যেনা, সমকামিতা এবং কুরুচীপূর্ণ যৌনাচার ছড়িয়ে পড়েছে। তারা এগুলোকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে, এগুলো নিয়ে তারা গর্ব করছে, প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা করছে এবং প্রসার ঘটাচ্ছে। এগুলোর পক্ষে মিছিল করছে ও প্রচারের জন্য পত্রিকা চালু করছে। সাগরের তীরে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উলঙ্গ নারী-পুরুষ একত্রে মিলিত হচ্ছে। ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক ফিল্ম ও নাটকে যৌনকর্মীদের প্রশংসা করছে। এমন কি আমেরিকার স্কুলগুলোতে শিশুদেরকেও আপত্তিকর যৌন বিষয়ক শিক্ষা দেয়া হয়।

পশ্চিমা দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো লাগামহীন যৌনচারিতার প্রতি এমনভাবে উৎসাহ প্রদান করে যে, মনে হয় এটিই যেন নারীর স্বাধীনতা ও স্বভাবজাত বিষয়। যুবক-যুবতীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে এক প্রকার লজ্জাকর বিষয় হিসাবে প্রকাশ করা হয়। ১৭/১২/১৪০৩ হিজরী তারিখে প্রকাশিত? দৈনিক মিডিল ইষ্ট পত্রিকার এক রিপোর্টে দেখা যায় শুধু আমেরিকাতেই এক কোটি পঁচিশ লক্ষ শিশু তাদের মায়ের সাথে বাস করে। কেননা তাদের পিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ছাড়া

Scanned by CamScanner

আশ্রয়কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রয়েছে আরও অসংখ্য শিশু। এ সমস্ত শিশুকে তারা মারিয়ার সন্তান নামে আখ্যা দেয় (নাউযুবিল্লাহ)। ১৯৮৮-১৯৮৯ সালের হিসাব অনুযায়ী। প্রতি বছর দশ লক্ষ অল্প বয়সের মহিলা ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করে থাকে।

৬/১/১৯৮০ তারিখে প্রকাশিত মিডিল ইষ্ট পত্রিকার এক রিপোর্টে এসেছে, শুধু আমেরিকাতেই প্রতি বছর ছয় লাখের বেশী উঠতি বয়সের নারী ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করে। তাদের মধ্যে দশ হাজারের বেশী নারীর বয়স ১৪ বছরের কম। অল্পবয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক মিলে দশ লাখেরও বেশী মহিলা ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করে থাকে।

২৯/৫/১৯৮০ তারিখে মিডিল ইষ্ট পত্রিকার আরেক রিপোর্টে দেখা যায়, ইউরোপে ৭৫% জন বিবাহিত পুরুষ অন্যান্য মহিলাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং প্রায় অনুরূপ সংখ্যক বিবাহিত মহিলা তাদের স্বামীর অগোচরে পর পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

পশ্চিমাদেশের খৃষ্টান ধর্মজাযক ও পাদ্রীগণও যেনায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তাদের শতকরা ৪০% জন আবার সমকামিতায় লিপ্ত হয়। অনেক পশ্চিমা গীর্জা ব্যভিচার ও সমকামিতার বৈধতা প্রদান করেছে। শুধু তাই নয় আমেরিকার কোন কোন পাদ্রী স্বয়ং গীর্জার অভ্যন্তরে পুরুষে পুরুষে বিবাহের ব্যবস্থা করে থাকে। গীর্জার কথা হচ্ছে, যে কোন পুরুষ যে কোন নারীকে সেক্স পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করতে কিংবা কোন পুরুষ সমলিঙ্গের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোন বাধা নেই।

১৯৭০ সালে ডেইলি মেইল পত্রিকার এক তদন্ত রিপোর্টে এসেছে, পশ্চিমা বিশ্বের প্রায় ৮০% জন খৃষ্টান ধর্মজাযক (নারী ও পুরুষ) ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আর তাদের প্রায় ৪০% জন বিকৃত যৌনকর্ম তথা সমকামিতায় লিপ্ত হয়।

Scanned by CamScanner

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! এই যদি হয় গীর্জায় অবস্থানকারী খৃষ্ঠান ধর্মগুরু ও পাদ্রীদের অবস্থা তাহলে সাধারণ জনগণের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

নারীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অপর নাম অবাধ যৌনাচারের অধিকার

ইসলামের শত্রু পশ্চিমা ইহুদী ও খৃষ্টান গোষ্ঠী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যুগযুগ ধরে ইসলামী ভাবধারার ধারক ও বাহক বাংলাদেশও এই ষড়যন্ত্রের বাইরে নয়। তারা মুসলিম বিশ্বের শাসক গোষ্ঠির মাধ্যমে মুসলিম জনগণের উপর ঐ সমস্ত আইন-কানুন চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে, যা যেনা ও সমকামিতার বৈধতা প্রদান করে এবং একাধিক বিবাহকে অস্বীকার করে। তাদের নীল নকসা বাস্তবায়নের জন্য দুনিয়া পূজারী নামধারী এক শ্রেণীর মুসলিমদের সন্তানদের কাজে লাগাচ্ছে। তারাও পশ্চিমাদের সাথে সুর মিলিয়ে নারীর প্রতি দরদ দেখাচ্ছে। পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় আমার মনে হয় তারা এখনও বুঝতে পারে নি। তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপ থেকে আমি যা বুঝতে পেরেছি তার সার সংক্ষেপ হল, মুসলিম নারীগণ পরিবারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে কেন? তারাও পশ্চিমা নারীরদের মত পুরুষদের ভোগ-বিলাসের বস্তুতে পরিণত হবে। সে যখন যার সাথে ইচ্ছা যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলবে, একজন স্বামীর বন্ধনে থাকবে কেন? এটিই হচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলোর লক্ষ্য। যদিও আমাদের দেশের রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় কথাটি এখনও খুলে বলেনি। তারা এখন শুধু চাকুরীর ক্ষেত্রে সমঅধিকার, উত্তরাধিকারে সমঅধিকার, ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলছে, যা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। আমি এখানে একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছি। মুসলিম নারীদের কাছে তারা কি চায় এই উদাহরণটির মধ্যে তা দিবালোকের মত ফুটে উঠেছে।

Scanned by CamScanner

বৈরুতের 'নাহার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে এসেছে, লেখক বলেনঃ আমি নারীর স্বাধীণতা সম্পর্কে কথা বলতে চাই। নারীর স্বাধীনতার একটিই অর্থ। যৌন স্বাধীনতাই নারীর একমাত্র স্বাধীনতা। আমার দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে, প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো ও ভোগবিলাসের কেন্দ্র। তাকে এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং নারীকে অবাধ যৌনাচারের জন্য ব্যবহার করাই হচ্ছে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ। আর পুরুষের কাজ হচ্ছে নারীকে এই স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের আন্দোলনে উস্কানী দেয়া। আমার দেশের নারীকে আহবান জানাচ্ছি, সে যে কোন পুরুষকে যে কোন মুহূর্তে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে এবং কোন পুরুষ যদি তার দিকে আকৃষ্ট হয়, নির্দ্বিধায় তার সাথে যৌন ক্ষুধা মেটাবে। আমি চাই নারীরা তাদের পরিবারের শিকল ও ধর্মের বন্ধন ভেঙ্গে বাইরে চলে আসুক। তাদের স্বাধীনতা থাকবে সীমাহীন। বিবাহের পূর্বে সে যে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক গড়বে, তার সেক্স পার্টনারের সাথে মনোমালিন্য হলে তাকে বাদ দিয়ে অন্য পার্টনার গ্রহণ করবে। সে তার শরীর যাকে ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা ভোগ করতে দিবে।

এই হচ্ছে নারীর স্বাধীনতা। এটিই তারা চাচ্ছে মুসলিম পর্দানশীন নারীর জন্য। মুসলিম নারীদেরকে এই নিকৃষ্ট স্তরে পৌছানোর জন্য তারা কোটি কোটি ডলার খরচ করছে। মুসলমানদের কিছু মেধাবী সন্তানকে ভাড়া করে নিয়ে তারা মুসলিম সমাজে নারীর উপর যুলুম-নির্যাতনের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে আন্দোলনে নামাচ্ছে। পত্রিকার এই রিপোর্টের উপর মন্তব্য ও ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই। এহেন বক্তব্যে বিবেকবানদের জন্য তাদের মুখোশ তারা নিজেরাই উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ঈমানদারগণের মধ্যে অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মুনাফিক ও অমুসলিম চক্রের প্রচেষ্টাই ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন দাবী ও অযুহাতের মাধ্যমে প্রথমে মুসলিম নারীকে রাস্তায় নামিয়ে, পুরুষের সাথে মিশিয়ে তাদেরকে অবাধ যৌনাচারে শামিল করতে চায়। আমরা উপদেশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বাণী পাঠ করে শুনাচ্ছি। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

Scanned by CamScanner

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না"।[৩০]

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যাচ্ছে। পশ্চিমা দেশের কুটনৈতিকরাও মাঝে মাঝে মিডিয়াতে বিবৃতি দিচ্ছে। সুতরাং মুসলিম যুবক-যুবতী অভিভাবক ও নীতি নির্ধারকগণ যেন তাদের চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকেন।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ব্যভিচারের কুফল

ইসলাম যে সমস্ত বিষয়ের আদেশ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। আর যা থেকে নিষেধ করেছে, তাতে অকল্যাণ আর ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছুই নেই। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ব্যভিচারের সীমাহীন কুফল বয়ে আনে বলেই ইসলাম কঠোর ভাষায় এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এতে লিপ্ত নারী-পুরুষের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। আখেরাতেও রয়েছে তার জন্য ভয়াবহ শাস্তি। ব্যভিচারের কুফলের মধ্যে রয়েছেঃ

➲ (১) আল্লাহর নিকট এবং মানুষের নিকট থেকে যেনাকারীর সম্মান চলে যায় এবং তার চেহারা কালো হয়ে যায়।

➲ (২) ব্যভিচারীর অন্তর থেকে মায়া-মমতা, ভালবাসা ও দয়া উঠে যায় এবং তদস্থলে কঠোরতা এবং পাশবিকতা এসে যায়। বর্তমানে ইসলামী দেশসমূহ পাশ্চাত্য সৈন্যদের পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্ব বেছে বেছে যেনার সন্তানদেরকে পাঠিয়েছে। যাতে এরা নির্মম ও নিষ্ঠুরতার সাথে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে পারে। কারণ এদের কোন পারিবারিক পরিচয় নেই বলে মায়া-মমতা ও দয়া-ভালবাসা কি জিনিষ তারা তা বুঝে না।

➲ (৩) ব্যভিচার পিতা-মাতার অবাধ্যতা, নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ এবং হত্যাসহ নানা অপরাধের জন্ম দেয়।

---

৩০. সূরা নূর-২৪:১৯

Scanned by CamScanner

➲ (৪) এতে মহিলার সম্মান ও ইজ্জত চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। যে মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে, তার ঘটনা যদি সমাজে প্রকাশিত হয়ে যায়, এমন কোন পুরুষ আছে কি যে তাকে বিবাহ করতে চাইবে? আর যদি উক্ত মহিলাটি বিবাহিত হয়ে থাকে আর তার স্বামী ঘটনাটি জেনে ফেলে যে, তার জীবন চলার সাথীর সঙ্গে এই ঘৃণীত কাজটি করা হয়েছে, এতে কি মহিলার স্বামী সন্তুষ্ট হবে? তাকে নিয়ে কি বাকী জীবন সংসারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইবে? কখনই না।

➲ (৫) ব্যভিচারের মাধ্যমে কোন সন্তান জন্ম নিলে মুসলিম সমাজে তার কোন সমাদর থাকেনা। সারা জীবন তাকে অপমান আর লাঞ্ছনা নিয়ে জীবন যাপন করতে হয়। যদিও অপরাধের দায়ভার মূলতঃ তাদের উপরই বর্তাবে, যারা তাতে লিপ্ত হয়েছিল।

➲ (৬) ব্যভিচারের মাধ্যমে সমাজে শত্রুতা ও ঝগড়া বিবাদের সূচনা হয়। কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার করে তবে উক্ত মহিলার পরিবারের লোকেরা এই পুরুষকে অবশ্যই ঘৃণার চোখে দেখবে। এই ঘৃনা ও শত্রুতা হত্যাসহ আরও অসংখ্য অপরাধের জন্ম দিবে।

বর্তমানে যে সমস্ত হত্যাকান্ড হচ্ছে, তাতে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তার অধিকাংশের সাথে নারী কেলেঙ্কারীর বিষয়টি জড়িত রয়েছে।

➲ (৭) ব্যভিচার ব্যভিচারীর পরিবারের নারী সদস্যদের জীবন অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। পরিবারে কোন পুরুষ সদস্য যখন ব্যভিচারী হয় এবং উক্ত পরিবারের মহিলা সদস্যরা যদি তার খবর জানতে পারে, তবে মহিলাদের অন্তর থেকে ভয় চলে যাবে। পরিণামে তারাও নির্ভয়ে এই কুকর্মে যোগ দিতে সাহস পাবে। তা ছাড়া ব্যভিচারীর পরিবারে সৎচরিত্রা কোন মেয়ে থাকলেও ভালো ও ভদ্র পরিবারের লোকেরা তাদের ছেলের বউ করে উক্ত মেয়েকে নিতে চায়না। ফলে মেয়েটি অবশেষে এক রকম বাধ্য হয়েও সে অপকর্মে যোগ দিতে পারে।

➲ (৮) ব্যভিচার পরিবার কাঠামো ভেঙ্গে দেয় এবং স্বামী-স্ত্রীর

Scanned by CamScanner

মধ্যকার ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে দেয়।

➲ (৯) ব্যভিচার ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ যখনই কোন বংশে যেনার প্রসার ঘটে তখন আল্লাহ্ সেই বংশকে নিপাত করার অনুমতি দিয়ে দেন।

➲ (১০) যেনার কারণে নারী ও পুরুষের রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। তাই যেনাকারীর সন্তান-সন্ততির মধ্যে হতে কখনও বোবা, বধির, অন্ধ, লেংড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সমাজে এর বাস্তব নযীর রয়েছে।

➲ (১১) ব্যভিচার ও অন্যান্য পাপ কাজের কারণে জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাবো। সে বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন কেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ তাআলা বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। এমনিভাবেই আমি আজ তোমাকে ভুলে যাবো"।[৩১]

কাফেররা নানা ধরণের পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে প্রচুর সম্পদের মালিক এবং তারা জীবিকা ও অন্যান্য দিক থেকে যথেষ্ট প্রশস্ত তার মধ্যে থাকার তাৎপর্য হচ্ছে, তারা যে সমস্ত মানব সেবা মূলক কাজ করে থাকে তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে দুনিয়াতে অল্পসময় ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন। পরকালের ভোগবিলাসে তাদের কোন

---

৩১. সূরা তোহা-২০:১২৪-১২৬

Scanned by CamScanner

অংশ নেই। তাছাড়া বাহ্যিক অবস্থা দেখে কারো সুখ-দুঃখের মূল্যায়ন করা যায় না। টাকাকড়ি ও ধনসম্পদ অনেক সময় মানুষকে প্রকৃত সুখ এনে দিতে পারে না। অপর পক্ষে দরিদ্র ও অভাবী সাধারণ বহু মানুষও প্রচুর সুখ-শান্তিতে বসবাস করছে। মোট কথা মনের শান্তিই হচ্ছে আসল শান্তি।

ইউরোপ রাষ্ট্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে এ কথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইউরোপের সুইডেন এমন একটি রাষ্ট্র, যাতে রয়েছে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুন্দর সুন্দর নদ নদী ও এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, যা ইউরোপের অন্য কোন দেশে পাওয়া দুস্কর। নাগরিকদের মাথা পিছু গড় আয় পৃথিবীর অন্য যে কোন রাষ্ট্রের মাথা পিছু গড় আয়ের চেয়ে বেশী। ভোগবিলাস ও যেনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এমন কি পুরুষে পুরুষে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হওয়ার জন্য তাদের সংসদে আইন করা হয়েছে। এত কিছুর পরও সবচেয়ে বেশী আত্মহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয় সুইডেনে। এটি কি অপবিত্র ও সংকীর্ণ জীবন যাপনের উজ্জল দৃষ্টান্ত নয়?

ব্যভিচারের কারণে যে সমস্ত মরণ ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যভিচার, সমকামিতা, সকল প্রকার অবৈধ যৌনাচার এবং কুরুচীপূর্ণ কাজ থেকে এই উম্মাতকে সাবধান করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, মানব সমাজে এ সমস্ত অপকর্মের প্রসার ঘটলে বিভিন্ন কঠিন রোগ-ব্যাধি ও বনী আদম আল্লাহর গজবের সম্মুখীন হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمِ الذين مضوا»

Scanned by CamScanner

"যে জাতির মধ্যে যেনার বিস্তার ঘটবে, এমনকি প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিবে, তাদের মধ্যে মহামারিসহ এমন কঠিন রোগ দেখা দিবে, যা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে ছিল না"।[৩২]

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! বর্তমানে কি মানব সমাজে যেনা-ব্যভিচার, সমকামিতা ও অন্যান্য অপকর্ম ছড়িয়ে পড়েনি? তারা কি প্রকাশ্যে ও সন্তুষ্ট চিত্তে এতে জড়িয়ে পড়েনি? তাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে যে সমস্ত কঠিন ও মরণ ব্যাধি ছিল না, তাদের মধ্যে কি সে সমস্ত নতুন নতুন কঠিন রোগ দেখা দেয় নি? এ সমস্ত কঠিন ব্যাধি কি তাদেরকে মৃত্যু ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, সবই সংঘটিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে যে সমস্ত জটিল রোগ দেখা দিয়েছে তার মধ্যে যৌনরোগ হচ্ছে সবচেয়ে বিপদজনক ও ধ্বংসাত্মক। Medecal Clinics of North পত্রিকার এক রিপোর্টে এসেছে, অবাধ ব্যভিচারের কারণে ২৫ টিরও অধিক যৌন রোগ হয়ে থাকে। যৌনরোগ সমস্যা বর্তমান উন্নত বিশ্বের রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার অন্যতম প্রধান শিরোনামে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র আমেরিকাতে এইডস রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর সে দেশের সবচেয়ে মাথা ব্যাথার কারণ হচ্ছে এটি। অনেকের ধারণা মতে দেশটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতার চরম শিখরে আরোহন করলেও চারিত্রিক অধঃপতনের ক্ষেত্রে দেশটির অবস্থান সর্ব নিম্ন স্তরে।

বিষয়টি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশী যে রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে, তা হচ্ছে যৌনরোগ। পশ্চিমা দেশসমূহের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যগত সমস্যা। সব বয়সের লোকই এই ব্যাধিতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষভাবে যুবকদের মধ্যে এটির প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী। ডঃ গোল্ড বলেনঃ বর্তমান বিশ্বে প্রতি দুই সেকেন্ডে চারজন করে লোক যৌনরোগে আক্রান্ত হয়। এটি হচ্ছে সরকারী হিসাব। জর্জ কোস বলেনঃ মূল সংখ্যার দশভাগের এক ভাগই কেবল সরকারী হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

---

৩২. সিলসিলা সহীহা হাদীছ নং ১০৬।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডাঃ আফম রুহুল হক বলেছেনঃ দেশে এইচ.আই.ভি আক্রান্ত এইডস রোগীর সংখ্যা দুই হাজার ৮৮ জন। (দৈনিক ইত্তেফাকঃ ১৬/৩/২০১১ইং) এটি হচ্ছে সরকারী হিসাব। বেসরকারী হিসাবে বাংলাদেশে এইডস্ রোগীর সংখ্যা কত হবে তা আল্লাই ভাল জানেন। যেহেতু বাংলাদেশে পতিতালয় রয়েছে এবং আবাসিক হোটেলগুলোতেও অবাধ যৌনাচার হচ্ছে আর অবৈধ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমেই যেহেতু এই রোগ ছড়ায় তাই এইডস্ রোগীর সংখ্যা সরকারী হিসাবের অনেক উর্ধ্বে হওয়াই স্বাভাবিক।

একজন এইডস্ রোগী থেকে গোটা সমাজের লোকের সকলের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে বৃটেনে একটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন এইডস্ রোগী ১৬৩৯ জন লোকের মধ্যে এইডস্ নামক যৌন রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে। একজন রোগী থেকে যদি এক হাজার ছয়শত উনচল্লিশ জন পর্যন্ত সংক্রামিত হতে পারে, তাহলে যে সমাজে লাখ লাখ রোগী রয়েছে, সেই সমাজে কত দ্রুত এই মরণ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ জন্যই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এই রোগের মুকাবেলা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এ সমস্ত সংস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক যৌনরোগ প্রতিরোধ সংস্থার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্থাগুলোর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইডস্ প্রতিরোধে এবং রোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনতে বহু নীতিমালা, উপদেশ ও সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নি।

কি কারণে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না? কারণটি সবারই জানা। ইসলামী সীমারেখার বাইরে গিয়ে নারী-পুরুষের অবাধ মিলন, অবৈধ যৌনাচার, পতিতালয়ে অবাধ বিচরণ, যেনা-ব্যভিচার ও পশুর ন্যায় প্রকাশ্যে যৌনভোগই এই মহামারির প্রধান কারণ। যেনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে যে শুধু এইডস্ রোগই ছড়ায় এমনটি নয়; বরং আরও অসংখ্য ব্যাধির প্রসার ঘটে। তবে সবচেয়ে জটিল হচ্ছে এইডস।

Scanned by CamScanner

এই মরণ রোগের কোন চিকিৎসা আছে কি?

বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন জটিল রোগের রহস্য উদঘাটন হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ধরণের যৌন রোগ বেড়েই চলেছে। আর যৌন রোগের এক নাম্বার তালিকায় রয়েছে এইডস্। এ পর্যন্ত যত বড় ধরণের জটিল রোগ দেখা দিয়েছে, তার অধিকাংশেরই চিকিৎসা আবিস্কার হয়েছে। পশ্চিমা জগৎ এক্ষেত্রে অগ্রগামী। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য যে এখন পর্যন্ত এইডস্ রোগের কোন চিকিৎসা আবিস্কার হয় নি। তারা দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ব্যয় করছে কোটি কোটি ডলার। কিন্তু এখন পর্যন্ত সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার অর্থই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। আক্রান্ত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই রোগী মারা যেতে পারে। তাদের কতিপয় বিশেষজ্ঞ শেষ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত থাকাই এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা। তাদের কতিপয় ডাক্তার এইডস্ থেকে বাঁচার জন্য জনগণকে যে উপদেশটি দিয়েছেন তা হচ্ছেঃ

☞ আপনি যদি সমকামী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি মাত্র একজন পার্টনারের সাথে আপনার সম্পর্ক সীমিত রাখুন।

☞ আপনি যদি ব্যভিচারী হয়ে থাকেন তাহলে মাত্র একজন প্রেমিকার সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করুন।

☞ আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন তাহলে প্রথম স্ত্রী বাদ দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

☞ এইডস্ থেকে বাঁচতে যৌনমিলনের সময় কন্ডম ব্যবহার করুন। পরিতাপের বিষয় আমাদের বাংলাদেশেও কিছু কিছু নামধারী মুসলিম ডাক্তারও যুবকদেরকে এই ধরণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের ঢাকা শহরের কোন এক স্থানে আমার চোখে একটি লেখা পড়েছিল। লেখাটি এ রকম ছিল, 'যৌন রোগে নেই ভয়, বাপের বেটা কনডম লয়'।

Scanned by CamScanner

কথাটি অত্যন্ত জটিল। এর ব্যাখ্যা এ রকম যে আপনি যত নারীর সাথে ইচ্ছা যৌনসম্পর্ক গড়ে তুলুন। এতে এইডস্ রোগ বা অন্য যে কোন রোগ হতে পারে। তবে কনডম ব্যবহার করলে আপনি তা থেকে বেঁচে যাবেন।

আমাদের কথা হচ্ছে, কনডম কেন এর চেয়ে আরো অধিক শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণও আল্লাহর নাফরমানীর আযাব ঠেকাতে পারবে না। যেমনটি পারে নি আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশের নীতি নির্ধারকগণ। আমেরিকা ও ইউরোপের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়গুলোর প্রধান কাজ হচ্ছে এইডস প্রতিরোধের উপায় আবিস্কার করা। এর পিছনে শতশত কোটি ডলার তারা ব্যয় করছে। এইডস্ রোগের বিবরণ, সমস্যা, এর কারণ ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গবেষণা বের হয়েছে। তাদের সর্বশেষ চিকিৎসা হলো যেটি আমি একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি। যদিও তারা এখনো এটা বলেনি যে, ইসলামের বিধান অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক সীমিত রাখাই হলো এই বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। আল্লাহর ভয় এবং নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকাই হতে পারে এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা। সামাজিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন ছাড়া এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। ডঃ শুফিল্দ তার 'যৌন রোগ' নামক গ্রন্থে বলেনঃ পশ্চিমা সমাজ সকল যৌন কার্যকলাপ সম্পর্কে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করছে। তারা যেনা, সমকামিতা, অথবা অন্য যে কোন যৌন কর্ম চরিতার্থ করতে লজ্জাবোধ করছে না।

যেহেতু ইসলাম একটি পবিত্র ও সুন্দর জীবন বিধান, তাই ইসলাম মানুষকে পবিত্র, সুস্থ এবং পরিচ্ছন্ন মন ও শরীর নিয়ে পৃথিবীতে বসবাসের শিক্ষা দেয়। দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রকার কল্যাণের পথে আহবান জানায় এবং সকল অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বস্তু থেকে সাবধান ও নিষেধ করে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের জন্য জীবন ধারণের সকল উপকরণ তৈরী করেছেন। ভোগ বিলাসের অসংখ্য

Scanned by CamScanner

নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষের মিলন এক অপূর্ব ভোগের বিষয়। এ জন্যই তিনি পবিত্রভাবে ও সুন্দর ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত নীতিমালাসহ বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সেই নেয়ামত উপভোগ করা হালাল করেছেন। তিনি ভাল করেই জানেন যে, সেই নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবাধ যৌনাচারে মিলিত হলে মানব জাতি মহা বিপর্যয় ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই তিনি ব্যভিচার ও নারী-পুরুষের ইচ্ছাধীন অবৈধ মেলামেশাকে কঠোরভাবে হারাম করেছেন।

মোট কথা যে সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আজকের বিশ্ব মহা ব্যস্ত, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই ইসলামের মাধ্যমে আমাদের প্রাণ প্রিয় বিশ্বনেতা মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যবস্থা রেখে গেছেন। সেই ব্যবস্থাতেই রয়েছে আমাদের শান্তি ও কল্যাণ।

ব্যভিচার ও তার ধ্বংসাত্মক পরিণাম থেকে বাঁচার উপায়

ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণাম ও কুফল থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছেন। আমাদের এই পদক্ষেপগুলো পশ্চিমাদের ত্রুটিপূর্ণ ও ব্যর্থ পদক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আসুন আমরা সেই পদক্ষেপগুলো বিস্তারিত জেনে নেই।

কুরআন ও হাদীছে ব্যভিচার থেকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে-

আল্লাহ তাআলা এবং তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর ভাষায় ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। ইহা হারাম হওয়া অতি সুস্পষ্ট বিষয়। এমন কোন মুসলিম নারী-পুরুষ পাওয়া যাবেনা যে এর হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং খুবই মন্দ পথ"।[৩৩]

---

৩৩. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭: ৩২

Scanned by CamScanner

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾

"এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে"।[৩৪] আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

"এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে ঈমানের উপর অটল থাকে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্কে নেকী দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[৩৫] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

" নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য"।[৩৬] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

---

৩৪. সূরা মুমিনুন-২৩: ৫-৭

৩৫. সূরা ফুরকান-২৫:৬৮-৬৯

৩৬. সূরা আনআম-৬: ১৫১

Scanned by CamScanner

"যেনাকারী যেনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না"।[৩৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ تَزْنِي»

"হে উম্মাতে মুহম্মাদী! আল্লাহ্ তাআলা সবচেয়ে বেশী রাগান্বিত হন, যখন তাঁর কোন বান্দা বা বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়"।[৩৮] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا»

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মানুষের মাঝে অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান ছড়িয়ে পড়বে এবং ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করবে"।[৩৯] তিনি আরো বলেনঃ আমার উম্মাতের একটি দল যেনাকে হালাল মনে করবে"।[৪০] আখেরী যামানায় সৎ লোকগণ চলে যাওয়ার পর শুধুমাত্র মন্দ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তারা প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের সামনে গাধার ন্যায় ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। তাদের উপরে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।[৪১]

মুমিন ব্যক্তি যখন দেখবে যে, কোন বনী আদম কোন অপরিচিত মহিলার সাথে আপত্তিকর তথা অশ্লীল কথা বলছে তখন তার ক্রোধে তার শরীরের চামড়া কেঁপে উঠবে, সে কখনই এ দৃশ্য বরদাশত করতে পারে না। সা'দ বিন উবাদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন অপরিচিত পুরুষকে দেখতে পাই, তাহলে আমি তলোওয়ারের মাধ্যমে তার গর্দান উড়িয়ে দিব। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি সা'দের গায়রাত তথা আত্মসম্ভ্রম দেখে আশ্চর্যবোধ করো না? আমি তাঁর চেয়ে বেশী আত্মসম্ভ্রমী আর আল্লাহ্ আমার চেয়ে আরও বেশী আত্মসম্ভ্রমী"।[৪২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

---

৩৭. বুখারী, অধ্যায়ঃ ঈমানের বৃদ্ধি ও কমতি, তাও. হা/৫২২১।
৩৮. বুখারী, অধ্যায়ঃ গাইরাত, তাও. হা/৮০।
৩৯. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম।
৪০. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবা।
৪১. মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।
৪২. বুখারী, অধ্যায়ঃ গায়রাত।

Scanned by CamScanner

«لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمِ الذين مضوا»

"যে জাতির মধ্যে যেনার বিস্তার ঘটবে, এমনকি প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিবে, তাদের মধ্যে মহামারিসহ এমন কঠিন রোগ দেখা দিবে, যা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে ছিল না"।[৪৩]

দুনিয়াতে যেনাকারীর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করা হয়েছে

ব্যভিচার যেহেতু একটি ঘৃনীত ও জঘন্য অপরাধ তাই এর ইহকালীন শাস্তি হল বিবাহিত হলে রজম করা তথা পাথর মেরে হত্যা করা। আর অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করা। এই মর্মে যথেষ্ট দলীল প্রমাণ রয়েছে। উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»

"তোমরা আমার নিকট হতে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান গ্রহণ করো তোমরা আমার নিকট হতে ব্যভিচারের শাস্তির বিধান গ্রহণ করো। আল্লাহ্ তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। অবিবাহিত নারী-পুরুষ যেনা করলে প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং একবছর মেয়াদে দেশান্তর করতে হবে। আর বিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করার সাথে রজম করতে হবে"।[৪৪] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় বলেছেনঃ

«إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ

৪৩. সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং ১০৬।

৪৪. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ যেনার শাস্তি মাশা. হা/৫৪০৯।

Scanned by CamScanner

الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ»

"আল্লাহ্ তাআলা সত্য দ্বীনসহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রজমের আয়াত ছিল। আমরা তা সংরক্ষণ করেছি, পাঠ করেছি এবং অনুধাবন করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজমের বিধান প্রয়োগ করেছেন। তাঁর পরে আমরাও করেছি। আমার আশঙ্কা সময় অতিবাহিত হলে কোন লোক বলতে পারে, আমরা তো আল্লাহর কিতাবে রজমের বিধান পাচ্ছি না। পরিণামে তারা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান ছেড়ে দেয়ার কারণে গোমরাহ হতে পারে। যে বিবাহিত নারী বা পুরুষ যেনা করবে তার উপর রজমের বিধান প্রয়োগ করা আল্লাহর কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। যদি তা সাক্ষী বা গর্ভবতী কিংবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়"।[৪৫] জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ

«أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ»

"আসলাম গোত্রের একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, সে যেনা করেছে। সে চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রজম করার আদেশ দিলেন। অতঃপর লোকটিকে রজম করা হলো। সে ছিল বিবাহিত"।[৪৬]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মসজিদে ছিলেন।

---

৪৫. বুখারী, অধ্যায়ঃ বিবাহিত নারী-পুরুষ যেনা করলে রজম করতে হবে, তাও. হা/৬৮৩০।

৪৬. বুখারী, অধ্যায়ঃ বিবাহিত নারী-পুরুষ যেনা করলে রজম করতে হবে, তাও. হা/৬৮১৪।

Scanned by CamScanner

তখন একজন লোক এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যেনা করেছি। তিনি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি চারবার একই কথা বলল। লোকটি যখন নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষী দিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বললেনঃ তোমার মধ্যে পাগলামী আছে কি? সে বললঃ না। তারপর তিনি বললেনঃ তুমি কি বিবাহিত? সে বললঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ তাকে নিয়ে যাও এবং রজম করে হত্যা করো"।[৪৭]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়েয আল-আসলামীকে রজম করেছেন।[৪৮]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও যায়েদ বিন খালেদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন দুইজন লোক আগমণ করল। তাদের একজন লোক দাঁড়িয়ে বললঃ আমি আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি। আপনি অবশ্যই আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফায়সালা করবেন। অপর লোকটি বললঃ আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা মীমাংসা করবেন। সে ছিল প্রথম ব্যক্তির চেয়ে চালাক। তাই সে বললঃ তবে আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ বল। সে বললঃ আমার এই ছেলেটি তার বাড়ীতে কাজ করত। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করে ফেলেছে। আমি তাকে একশত ছাগল একটি খাদেম জরিমানা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছি। অতঃপর আমি জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেঃ আমার ছেলের শাস্তি হচ্ছেঃ একশত বেত্রাঘাত ও একবছর দেশান্তর। আর তার স্ত্রীকে রজম করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, আমি মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফয়সালা করব। একশত ছাগল ও খাদেম ফেরত দিতে হবে। তোমার ছেলেকে একশত বেত মারতে হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। আর হে

---

৪৭. বুখারী, অধ্যায়ঃ পাগল নারী-পুরুষ যেনা করলে রজম করা যাবে না।

৪৮. বুখারী. অধ্যায়ঃ কেউ যেনা করে স্বীকার করলে তার হুকুম।

Scanned by CamScanner

আনাস! তুমি এই লোকের স্ত্রীর নিকট যাও। সে যদি যেনার কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে রজম করো। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেখানে গেলেন। মহিলাটি স্বীকার করার কারণে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে রজম করলেন।[৪৯]

সহীহ মুসলিম শরীফে বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, মায়েয বিন মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ অকল্যাণ হোক তোমার! ফিরে যাও, আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ক্ষমা চাও। বর্ণনাকারী বলেনঃ সে একটু দূরে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসল এবং বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ অকল্যাণ হোক তোমার! ফিরে যাও, আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং ক্ষমা চাও। বর্ণনাকারী বলেনঃ সে একটু দূরে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসলো এবং বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা বললেন। চতুর্থবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাকে কোন্ পাপ থেকে পবিত্র করবো? সে বললঃ যেনা থেকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ সে কি পাগল? লোকেরা বললঃ সে পাগল নয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ সে কি মদ পান করেছে? তখন একজন লোক তার মুখের গন্ধ শুকে দেখল। কিন্তু মদের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি যেনা করেছ? সে বললঃ হ্যাঁ। অতঃপর তাকে রজম করা হলো। মায়েযের ব্যাপারে লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক শ্রেণীর লোক বললঃ মায়েয ধ্বংশ হয়ে গেছে। তার অপরাধ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। কেউ কেউ বললঃ মায়েযের তাওবার চেয়ে আর কোন উত্তম তাওবা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে স্বীয় হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে রেখেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ আমাকে পাথর মেরে হত্যা করুন।

---

৪৯. বুখারী. অধ্যায়ঃ কেউ যেনা করে স্বীকার করলে তার হুকুম।

Scanned by CamScanner

বর্ণনাকারী বলেনঃ তারা এরপর দুই বা তিন দিন অপেক্ষা করলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমণ করলেন। সাহাবীগণ বসা ছিলেন। তিনি সালাম দিয়ে বসলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা মায়েয বিন মালেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। বর্ণনাকারী বলেনঃ তারা সকলেই বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা মায়েযকে ক্ষমা করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ মায়েয এমন তাওবা করেছে, তা যদি একটি জাতির মধ্যে ভাগ করে দেয়া হত তবে তা যথেষ্ট হত।

অতঃপর গামেদী বংশের একজন মহিলা এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ অকল্যাণ হোক তোমার! ফিরে যাও, আল্লাহর কাছে তাওবা এবং ক্ষমা চাও। মহিলাটি বললঃ আমি দেখছি আপনি মায়েয বিন মালেকের মতই আমাকে ফেরত দিবেন। তিনি বললেনঃ সেটি আবার কি কথা? সে বলল যে, আমি তো যেনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে গেছি। তিনি বললেনঃ তুমি? সে বললঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তোমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। বর্ণনাকারী বলেনঃ মহিলাটির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য একজন আনসারী সাহাবীকে নিযুক্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ মহিলাটি সন্তান প্রসব করার পর এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালো। তিনি বললেনঃ তার ছোট সন্তানকে দুধ পান করাবে এমন কেউ নেই। তাই তাকে এখনই রজম করব না। তখন একজন আনসারী সাহাবী বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই বাচ্চাটিকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আছে, মায়েয বিন মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যেনা করেছি এবং নিজের উপর জুলুম করেছি। আর আমি চাই যে, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন। তিনি মায়েযকে ফেরত দিলেন। তার পরের দিন এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যেনা করেছি। তিনি তাকে দ্বিতীয়বারও ফেরত দিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned by CamScanner

ওয়া সাল্লাম তার গোত্রের নিকট লোক পাঠালেন। লোকটি গিয়ে বললঃ তোমরা কি তার মধ্যে পাগলামী আছে বলে মনে কর? তোমরা কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে বলে জান? তারা বললঃ আমরা তাকে একজন জ্ঞানবান লোক বলে মনে করি এবং আমাদের মধ্যে একজন সৎ লোক হিসাবেই তাকে জানি। মায়েয তৃতীয়বার আসল। এবারও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য লোক পাঠালেন। লোকেরা বললঃ তার জ্ঞানে ও চরিত্রে কোন ত্রুটি নেই। চতুর্থবার স্বীকার করার পর মাটিতে গর্ত করে কোমর পর্যন্ত প্রোথিত করে তাকে রজম করা হল।

বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর গামেদী গোত্রের মহিলা এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যেনা করেছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত দিলেন। পরের দিন সে আবার এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ফেরত দিচ্ছেন কেন? আমার মনে হয় আপনি আমাকে মায়েযের মতই ফেরত দিচ্ছেন। আল্লাহর কসম! আমি গর্ভবতী হয়ে গেছি। তিনি বললেনঃ এখন নয়। যাও সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। প্রসব করার পর একটি কাপড়ে পেচিয়ে সন্তানকে নিয়ে তাঁর কাছে এসে বললঃ এই তো আমি তাকে প্রসব করেছি। তিনি এবার বললেনঃ যাও একে দুধ পান করাও। দুধ ছাড়লে আমার কাছে এসো।

দুধ ছাড়ার পর সে শিশুটিকে নিয়ে আসলো। শিশুটির হাতে রুটির একটি টুকরা ছিল। সে বললঃ হে আল্লাহর নবী! এই যে, আমি তাকে দুধ ছাড়া করেছি। সে এখন খেতে শুরু করেছে। তিনি শিশুটি একজন মুসলমানের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। অতঃপর গর্ত করে তাকে কোমর পর্যন্ত পোঁতা হল এবং লোকদেরকে পাথর মারার আদেশ দিলেন। খালেদ বিন ওয়ালীদ একটি পাথর হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়ে মহিলাটির মাথায় নিক্ষেপ করল। এতে একটু রক্ত ছিটে এসে খালেদের চেহারায় লাগলো। খালেদ রাগান্বিত হয়ে তাকে গালি দিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গালি শুনে বললেনঃ হে খালেদ! থামো। ঐ আল্লাহর শপথ! যার

Scanned by CamScanner

হাতে আমার প্রাণ, সে এমন তাওবা করেছে, যদি অন্যায়ভাবে কর (টেক্স) আদায়কারীও তার মত তাওবা করত তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হত। অতঃপর তার জানাযার নামায পড়ে তাকে দাফন করা হল"।[৫০]

ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, যেনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে জুহানী গোত্রের একজন মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর নবী! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। আপনি আমার উপর তা কায়েম করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অবিভাবককে ডেকে বললেনঃ তার প্রতি সদাচারণ কর এবং সন্তান প্রসব করলে তাকে নিয়ে এসো। সে তাই করলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রজম করতে বললেন। অতঃপর তাকে রজম করার পর তার জানাযার নামায পড়া হল। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেনঃ আপনি ব্যভিচারী মহিলার জানাযা পড়ছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সে এমন তাওবা করেছে, তা যদি মদীনার ৭০জন মানুষের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত, তাহলে যথেষ্ট হত। আল্লাহর কাছে তাওবা করে নিজের জান বের করে দিয়েছে, তার চেয়ে উত্তম তাওবা কি কখনও দেখতে পেয়েছ?।[৫১]

সুতরাং উপরোক্ত দলীলগুলোর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহিত কোন স্বাধীন পুরুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং চারজন সাক্ষী অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আর যদি অবিবাহিত হয় তাহলে ১০০টি বেত মারতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো কে ব্যভিচারের এই শাস্তি প্রয়োগ করবে? আমি বা আপনি? কখনই নয়। মুসলমানদের ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান বা তার

---

৫০. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ যে স্বেচ্ছায় যেনার কথা স্বীকার করলো তার হুকুম।

৫১. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ যে স্বেচ্ছায় যেনার কথা স্বীকার করলো তার হুকুম।

Scanned by CamScanner

প্রতিনিধি ও প্রশাসন এই দায়িত্ব পালন করবে। তাদের হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা যদি এই মহান দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তারা গুনাহগার হবে। সাধারণ জনগণ ও আলেম এবং দাঈদের উপর কোন দায়িত্ব নেই। তাদের দায়িত্ব শুধু আল্লাহর বিধান জনগণ ও শাসক গোষ্ঠিকে জানিয়ে দেয়া।

পরকালে ব্যভিচারী নারী-পুরুষের করুণ অবস্থা

সহীহ বুখারীতে সামুরা বিন জুনদুব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্নের দীর্ঘ হাদীছে কবরে ব্যভিচারীর ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেনঃ

«فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا»

"আমরা একটি চুলার মত গর্তের নিকট আসলাম। যার উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশ ছিল প্রশস্ত। তার ভিতরে আমরা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখতে পেলাম তাতে রয়েছে কতগুলো উলঙ্গ নারী-পুরুষ। তাদের নিচের দিক থেকে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত করা হচ্ছে। অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হওয়ার সাথে সাথে তারা উচ্চঃস্বরে চিৎকার করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলে ফেরেশতাদ্বয় বললেনঃ এরা হল আপনার উম্মতের ব্যভিচারী নারী-পুরুষ"।[৫২] তাদেরকে উলঙ্গ করে এভাবে শাস্তি দেয়ার কারণ এই যে, ব্যভিচার হতে গেলেই সর্বাপেক্ষা লজ্জাস্থানের আবরণ সরে পড়ে। আর নীচের দিক থেকে আগুন দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কারণ হল ব্যভিচার শরীরের নীচের অঙ্গ দিয়েই হয়ে থাকে।

---

৫২. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তা'বীর, তাও. হা/১৩৮৬, মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/২০১০৬

Scanned by CamScanner

ব্যভিচারীর পরকালীন শাস্তির অন্য একটি চিত্র

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাত্রিতে একদল লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তাদের সামনে একটি পাত্রে গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। অদূরেই অন্য একটি পাত্রে রয়েছে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা গোশত। লোকদেরকে রান্না করে রাখা গোশত থেকে বিরত রেখে পঁচা এবং দুর্গন্ধযুক্ত, কাঁচা গোশত খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা চিৎকার করছে এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা থেকে ভক্ষণ করছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কোন শ্রেণীর লোক? জিবরীল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত পুরুষ লোক যারা নিজেদের ঘরে পবিত্র এবং হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অপবিত্র এবং খারাপ মহিলাদের সাথে রাত্রি যাপন করত।[৫৩]

বৃদ্ধ বয়সে ব্যভিচার করলে রয়েছে অতিরিক্ত শাস্তি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

"তিন জন লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব।

- (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী।
- (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ।
- (৩) অহংকারী ফকীর"।[৫৪]

---

৫৩. বায্যার, হাইছামী এবং আলবানী দুর্বল বলেছেন। তবে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। নীতিবাক্যে রয়েছে, الجزاء من جنس العمل "যেমন কর্ম তেমন ফল"।

৫৪. মুসলিমি, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, মাশা. হা/৩০৯।

Scanned by CamScanner

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন নর-নারী থেকে যেনা-ব্যভিচার না করার অঙ্গীকার নিতেন

আল্লাহ্ তাআলা এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন তোমার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের থেকে বায়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু"।[৫৫] এমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদেরকেও বলেছেনঃ

«بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا»

"তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়আত করো যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না"।[৫৬]

বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

ইসলাম অবৈধভাবে যৌন উপভোগ হারাম করার সাথে সাথে বিবাহের মাধ্যমে যৌন ইচ্ছা পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছে এবং তাতে উৎসাহ প্রদান করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

---

৫৫. সূরা মুমতাহিনা-৬০:১২

৫৬. বুখারী, অধ্যায়ঃ শাস্তি হচ্ছে গুনাহ্ এর কাফ্ফারা স্বরূপ, তাও. হা/১৮, ৩৮৯২, ৬৭৮৪।

Scanned by CamScanner

"তোমাদের মধ্যে যারা বিধবা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ"।[৫৭] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে"।[৫৮]

ইসলাম কখনও মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ও চাহিদা থেকে বারণ করে না; বরং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে থাকে। একদিকে যেমন যেনা এবং যেনার দিকে আহবানকারী সকল মাধ্যমকে হারাম ঘোষণা করেছে অন্যদিকে একই সময় বিবাহের মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণের পথ উন্মুক্ত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন তা করে নেয়। কারণ বিয়ে চোখ অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখেনা সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা যৌন আকাঙ্খাকে কমিয়ে দেয়"।[৫৯] তিনি আরও বলেনঃ

«الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

---

৫৭. সূরা নূর-২৪: ৩২

৫৮. সূরা রোমঃ ২১

৫৯. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ। অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ না রাখে সে রোজা রাখবে, তাও. হা/৫০৬৫।

Scanned by CamScanner

"দুনিয়া হচ্ছে সম্পদ। আর দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সচ্চরিত্রা নারী"।[৬০]

অবিবাহিত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ

«رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا»

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উছমান বিন মাযউনের বৈরাগ্য হওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা অণ্ডকুশমুক্ত হয়ে যেতাম"।[৬১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

« إذا أتاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ ودِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنْ لا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ»

"তোমাদের কাছে যদি কোন চরিত্রবান ও দ্বীনদার পুরুষ তোমাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে তার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দীর্ঘস্থায়ী বিশৃংখলা দেখা দিবে।[৬২]

ব্যভিচারিনী নারীকে বিবাহ করা এবং ব্যভিচারী পুরুষের কাছে সতী-সাধুবী নারী বিবাহ দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে- আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

---

৬০. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ আর দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সচ্চরিত্রা স্ত্রী।
৬১. বুখারী, অধ্যায়ঃ বিবাহ না করা ও খাসী হয়ে যাওয়া নিষেধ
৬২. সিলসিলায়ে সহীহা (৩/৯৬ হাদীছ নং- ১০২২।

Scanned by CamScanner

"ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে"।[৬৩] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

"দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা"।[৬৪]

ব্যভিচারিনী মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষতিসমূহ

যে ব্যভিচারিনী মহিলা ব্যভিচার থেকে তাওবা করে নি তাকে বিবাহ করাতে বহু ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্য হতেঃ

(১) নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়াঃ

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে ব্যভিচারিনী মহিলা বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তাকে বিবাহ করা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

"ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিনী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে"। [৬৫]

---

৬৩. সূরা নূর-২৪:৩

৬৪. সূরা নূর-২৪:২৬

৬৫. সূরা নূর-২৪:৩

Scanned by CamScanner

(২) অন্যের সন্তান নিজের ঘরে চলে আসার আশঙ্কাঃ

হে মুমিন ভাই! যে ব্যভিচারিনী মহিলা এই জঘন্য পাপ থেকে তাওবা করে নাই, আপনি যদি তাকে বিবাহ করেন, তাহলে বিবাহের পরও সে অন্যান্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে। পরিণামে অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হয়ে অন্যের সন্তান আপনার বংশে ঢুকিয়ে দিয়ে দিতে পারে। পরিণামে সে সন্তান আপনার ঘরে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়ে আপনার সম্পদের ওয়ারিছ হতে পারে এবং আপনার বংশধারা নষ্ট করে দিতে পারে।

(৩) ব্যভিচারিনী মহিলা তার স্বামীকে ভালবাসে নাঃ

ব্যভিচারিনী নারী কখনই তার স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে না। কারণ সে এক জন পাপী মহিলা। বহু পুরুষের সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে। তার স্বামীর সাথে সামান্য মনোমালিন্য হলে ঘর থেকে বের হয়ে চলে যাবে এবং তার লম্পট বন্ধুদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হবে। তার বাহিনীকে নিয়ে এসে তোমার জান, মাল ও ইজ্জত নষ্ট করে দেয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। পরিণামে তোমার পরিবারকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

(৪) ব্যভিচারিনী মহিলার কারণে স্বামীও ব্যভিচারী হয়ে যেতে পারেঃ

ফাসিক ও পাপীরা চায় অন্যরাও তাদের মত ফাসিক ও পাপাচারীতে পরিণত হোক। ফলে সেও তোমাকে এই মন্দ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে তোমার চরিত্র ও দ্বীনদারী নষ্ট করে দিতে পারে। তাছাড়া ব্যভিচারিনী যেহেতু তার স্বামীর দিকে আকৃষ্ট হয় না তাই স্বামী বাধ্য হয়ে তার জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করার জন্য অন্য মহিলার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সেও ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে। এমনি ভাবে ব্যভিচারী পুরুষের সাথেও সতী সাধ্বী নারীকে বিবাহ দেয়া যাবে না। কারণ সে অন্যান্য নারীর সাথে অবৈধ বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কারণে নিজের সতী ও পবিত্র স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দেয়ার প্রতি গুরুত্ব নাও দিতে পারে। সুতরাং সেও পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে এবং নিজের স্বামীর কাছ থেকে তার অধিকার না পেয়ে

Scanned by CamScanner

অবৈধভাবে কামনা পূর্ণ করার চিন্তা করতে পারে। পরিণামে তারও চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

(৫) ব্যভিচারী মহিলা তার স্বামীর দ্বীনদারী নষ্ট করে দিতে পারেঃ ব্যভিচারী মহিলা ধীরে ধীরে তার স্বামীর আত্মসম্ভ্রমবোধ ও দ্বীনদারী নষ্ট করে দাইয়্যুছে পরিণত করতে পারে। হাদীছে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দাইয়্যুছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৬৬]

(৬) সৎ সন্তান তৈরী না হওয়ার আশঙ্কাঃ

আপনার ঘরে যদি ব্যভিচারী ও চরিত্রহীনা নারী আনয়ন করেন তাহলে আপনার ঘরে সৎ সন্তান তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে। কারণ ব্যভিচারী মহিলা তার সন্তানদেরকে তার মত করেই গঠন করবে। সে তাদের সামনে অশ্লীলতার পথ সহজ করে দিবে। পরিণামে আপনার ঘরে পাপাচারিতা, বেহায়াপনা ও যৌনচারিতা প্রতিপালিত হবে। আপনার পরিবার কাঠামো ভেঙ্গে যাবে এবং পরিবারের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে।

(৭) ব্যভিচারিনী নারী তার স্বামীকে ব্যভিচার শিখাতে পারেঃ

ব্যভিচারী মহিলা অন্যায় কর্মকে সুশোভিত করে বর্ণনা করে এবং ব্যভিচারিনী নারী-পুরুষের খবরাদি তার স্বামীর নিকট বর্ণনার মাধ্যমে তাকে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কারণ মানুষ সাধারণত তার বন্ধুর চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

(৮) পরিবারে নানা রোগ-ব্যাধির সংক্রামণ হতে পারেঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمِ الذين مضوا»

---

৬৬. হাকেম, (১/২৩৭, সিলাসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং- ১৩৯৭। দাইয়্যুছ ঐ পুরুষকে বলা হয়, যে নিজের স্ত্রী, কন্যা এবং অন্যান্য মহিলা আত্মীয়ের মধ্যে ইসলাম বিরোধী ও অশ্লীল কাজ দেখেও প্রতিবাদ করে না।

Scanned by CamScanner

"যে জাতির মধ্যে যেনার বিস্তার ঘটবে, এমনকি প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিবে, তাদের মধ্যে মহামারিসহ এমন কঠিন রোগ দেখা দিবে, যা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে ছিল না"।[৬৭] এটি হচ্ছে ব্যভিচারের পরিণাম স্বরূপ আল্লাহর পক্ষ হতে দুনিয়ার শাস্তি। বর্তমান যুগের সবচেয়ে বিপদজনক রোগ হচ্ছে এইডস। এ রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের বাইরে অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা। আজ পর্যন্ত এ রোগের কোন চিকিৎসা আবিস্কৃত হয় নি।

(৯) ব্যভিচারিনী নারীকে বিবাহ করলে পুরুষের সামাজিক মর্যাদার অবসান ঘটতে পারেঃ

কোন সম্মানী লোক যদি কোন ব্যভিচারিনী মহিলাকে বিবাহ করে তখন সমাজের লোকদের কাছে তার মান সম্মান বজায় থাকে না। ভদ্র সমাজ তার সাথে চলাফেরা করা ছেড়ে দিবে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হবে না এবং তাকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করবে না। শুধু ফাসেক ও পাপী লোকেরাই তার নিকটবর্তী হবে।

(১০) ব্যভিচারিনী মহিলাকে বিবাহ করলে পরিবারের সুনাম নষ্ট হয়ঃ

ব্যভিচারিনী নারীকে বিবাহ করার মাধ্যমে ব্যক্তির সম্মান নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে যুগ যুগ ধরে সম্মান ও মর্যাদা ধারণকারী পরিবার, বংশ ও আত্মীয় স্বজনদের সম্মান ও সুখ্যাতি নষ্ট হয়।

দশ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা বিছানা করতে বলা হয়েছে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ বছর বয়স হলে ছেলে-মেয়েদের বিছানা আলাদা করে দিতে বলেছেন। তিনি বলেনঃ

«مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرَ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

৬৭. সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং ১০৬।

Scanned by CamScanner

"সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তোমরা তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ করবে। দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে তাদেরকে প্রহার করবে, এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে"।[৬৮]

আমাদের সমাজের অনেকেই নিজেদের প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিছানা আলাদা করতে চান না। এটি মারাত্মক ভুল। প্রাপ্ত বয়স্ক ভাইবোন একই খাঁটে এবং একই বিছনায় ঘুমানোর কারণে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমাদের কাছে এ রকম তথ্য রয়েছে।

অনেকেই বিষয়টি অসম্ভব মনে করতে পারেন। কারণ অহরহ এ রকম ঘটনা ঘটেনা তা ঠিক, কিন্তু একেবারেই যে ঘটেনি এই ধারণা ঠিক নয়। যুবক-যুবতী নারী-পুরুষ এক সাথে ঘুমালে যখন একজনের শরীরের চামড়া অন্যজনের শরীরের সাথে মিশবে তখন কাম উত্তেজনার ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়া প্রকৃতির দাবী। এখানে ভাই বোন সম্পর্ককেও মানুষ ভুলে যেতে পারে। তা ছাড়া ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ জ্ঞান ও বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার ফাঁকে ব্যক্তি বিশেষের যৌন আবেদন জাগ্রত থাকা স্বাভাবিক।

বিষয়টি ভাল করে বুঝানোর জন্য আরও অনেক কথা বলার প্রয়োজন ছিল। বইটি বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আর বাড়িয়ে বললামনা। মুসলিম পিতা-মাতাকে এটি বুঝতে হবে যে, ইসলাম আমাদেরকে অযথা কোন আদেশ করেনি বা কোন কাজ থেকে নিষেধ করেনি। ইসলামের প্রতিটি আদেশ ও নিষেধের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ ও উপকার।

কারও ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে বলা হয়েছে

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

৬৮. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ শিশুদেরকে কখন নামাযের আদেশ করা হবে, আলএ. হা/৪৯৫।

Scanned by CamScanner

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করোনা, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ"।[৬৯]

সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ

«اَطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِى حُجَرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ»

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন একটি হুজরাতে উঁকি মারে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে একটি লোহার কাঠি ছিল। তা দিয়ে তিনি মাথার চুল ভাজ করছিলেন। তিনি বললেনঃ যদি আমি জানতাম যে, তুমি তাকাচ্ছ, তাহলে এ কাঠি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। কেননা (গৃহবাসীর উপর অপছন্দনীয় অবস্থায়) দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কার কারণেই অনুমতি চাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে"।[৭০] জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন।[৭১]

দৃষ্টি অবনত রাখার জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নিতে বলেছেন। কারণ হঠাৎ করে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে গৃহবাসীর লজ্জাস্থান বা আকর্ষণীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। পরিণামে অন্তরে পাপ কাজের ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

---

৬৯. সূরা নূর-২৪: ২৭

৭০. বুখারী অধ্যায়ঃ গৃহবাসীর উপর অপছন্দনীয় অবস্থায় দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কার কারণেই অনুমতি চাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাও. হা/৬২৪১।

৭১. সহীহ মুসলিম।

Scanned by CamScanner

নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে

চোখের দৃষ্টি যেহেতু এই অশ্লীল কাজের দিকে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং যেহেতু এটিকে ইবলীসের বিষাক্ত তীর বলা হয়েছে তাই দৃষ্টিকে অবনত রাখতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

"মুমিনদেরকে বলোঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য বিশেষ পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে"।[৭২]

দৃষ্টি অবনত রাখা যাতে সহজ হয় এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তার পাশে অবস্থান করা বা রাস্তায় বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ

«إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ»

"তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক। তারা বললেনঃ রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এটাই আমাদের বসার জায়গা। আমরা তাতে বসে গল্প করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এ ছাড়া তোমাদের যদি অন্য কোন উপায় না থাকে তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তারা জিজ্ঞেস করলেনঃ রাস্তার হক কি? তিনি বললেনঃ দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে ফেলা, সালামের উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা"।[৭৩]

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ

---

৭২. সূরা নূর-২৪: ৩০-৩১.

৭৩. বুখারী, অধ্যায়ঃ বাড়ীর আঙ্গীনা ও রাস্তায় বসা, তাও. হা/২৪৫৬।

Scanned by CamScanner

দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন।[৭৪]

দৃষ্টি অবনত রাখার জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নিতে বলেছেন। কারণ হঠাৎ করে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে গৃহবাসীর লজ্জাস্থান বা আকর্ষণীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। পরিণামে অন্তরে পাপ কাজের ধারণা আসতে পারে।

মহিলার চেহারার দিকেই দৃষ্টি দেয়া যে নিষিদ্ধ তা নয়; বরং যা মানুষকে অপছন্দনীয় কাজ, অকল্যাণ ও ফিতনা-ফাসাদের দিকে নিয়ে যায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ। দাড়িমোচহীন অল্পবয়স্ক যুবক বা শিশুর দিকে নজর দিলে যদি ফিতনার ভয় থাকে এবং অন্তরে কামভাবের উদয় হয় তাহলে সেদিকে দৃষ্টি দেয়াও হারাম। কোন কোন সালাফে সালেহীন বলেছেনঃ যুবতী মহিলার সাথে থাকে একটি শয়তান। আর দাড়িমোচহীন সুশ্রী যুবকের সাথে থাকে দুইটি। সুতরাং দ্বীনদার কোন আলেম বা ভদ্র লোকের পক্ষে দাড়িমোচহীন যুবকের দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাকিয়ে থাকা শোভনীয় নয় এবং তাকে নিয়ে খেলাধুলা করা, এখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া অনুচিৎ। আলেমগণ দুইজন যুবকের এক বিছানায় ঘুমানোকে হারাম বলেছেন। কেননা এ সমস্ত কাজ হারাম কাজের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

মহিলার ছবির দিকে দৃষ্টি দিতে নিষেধ করা হয়েছে

বইপুস্তক, পত্র-পত্রিকা, টিভির পর্দা, ভিডিও ইন্টারনেট এবং ফিল্মে মহিলাদের ছবির প্রতি দৃষ্টি দেয়াও নিষিদ্ধ। টেলিভিশন, সিনেমার পর্দা, ইন্টারনেট, ডিস এন্টিনা, উলঙ্গ, অর্ধ উলংঙ্গ ফিল্ম ও ইন্টারনেটে নোংরা পশুর ন্যায় যৌন মিলনের ভিডিও চিত্র মুসলিম যুবক যুবতীর চরিত্রকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সমাজের অবস্থা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছে যে, আজকের সমাজের মুসলিম পিতা-মাতাগণ তাদের আদরের ছেলে মেয়েদেরকে

---

৭৪. সহীহ মুসলিম।

Scanned by CamScanner

নিয়ে একসাথে বসে উপভোগ করছে টিভির পর্দায় নারী-পুরষের অশ্লীল নাচানাচী এবং সেক্সি ফিল্ম। পুরুষ চুম্বন করছে নারীকে জড়িয়ে ধরে। আরও কত বেহায়াপনা, যার শেষ নেই। পিতা-মাতার পাশে বসেই দেখছে যুবতী মেয়ে এ দৃশ্য। কোথায় গেল সুমহান ইসলামের আদর্শ লজ্জাবোধ? কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর দরবারে কি জবাব দিবেন এই সব পিতা-মাতা? হে মুসলিম পিতা! হে মুসলিম জননী! একবার ভেবে দেখেছেন কি?

গান বাজনা শ্রবণ করতে নিষেধ করা হয়েছে

নারীর সুললিত কণ্ঠ, যৌন উত্তেজনা মূলক গান পুরুষদের যৌনস্পৃহাকে জাগিয়ে তুলে এবং অশ্লীল কাজের দিকে ধাবিত করে। তাই গান বাজনা শ্রবণ করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে মুসলমানদের ঘরে ঘরে টিভি, ডিস এন্টিনা, ইন্টারনেটসহ নানা ধরণের প্রযুক্তি ঢুকে পড়েছে। ২৪ ঘন্টা এগুলোতে গান-বাজনা, উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ নারী পুরুষের ফাহেশা ছবি এবং ফিল্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। এগুলো মুসলমানের সন্তানদের ঈমান আকীদা ও চরিত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। যারা এ কাজে মত্ত হবে তাদেরকে তিন ধরণের শাস্তি দেয়া হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আখেরী যামানায় কোন কোন জাতিকে মাটির নিচে দাবিয়ে দেয়া হবে, কোন জাতিকে উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করা হবে। আবার কারও চেহারা পরিবর্তন করে শুকর ও বানরে পরিণত করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হল কখন এরূপ করা হবে? তিনি বললেনঃ "যখন গান-বাজনা এবং গায়িকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে"।[৭৫]

এই পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে অতীতের কোন কোন জাতিকে এভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। বর্তমানেও আমরা প্রায়ই ভূমি ধসে ব্যাপক ধ্বংসের খবর প্রচার মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি। তবে চেহারা পরিবর্তনের ঘটনা সম্ভবত এখনও

৭৫. ইবনে মাজাহ। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামে আস্ সাগীর হাদীছ নং- ২১৬

Scanned by CamScanner

ঘটেনি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন কিয়ামতের আগে তা অবশ্যই ঘটবে। দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে দিয়ে যে সমস্ত মুসলমান গান-বাজনা ও গায়ক-গায়িকা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তাদের উপরে চেহারা বিকৃত করার শাস্তি অবশ্যই আসবে।

অপরিচিত মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করা হয়েছে

নারী-পুরুষের নির্জন সাক্ষাৎ অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম একটি বিরাট মাধ্যম। শয়তান এই সুযোগে অশ্লীল কাজকে সুন্দর করে সাজিয়েগুছিয়ে প্রকাশ করে নারী-পুরুষকে তাতে লিপ্ত করাতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। তাই যেসমস্ত মহিলার সাথে বিবাহ বৈধ ঐ সমস্ত মহিলাদের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। নিম্নে নিষেধাজ্ঞার কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করা হলঃ

উকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ»

"তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে বিরত থাক। আনসারদের মধ্যে থেকে এক লোক বললঃ দেবর সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ দেবর হচ্ছে মৃত্যু সমতুল্য"।[৭৬] দেবর মৃত্যু সমতুল্য কথাটির অর্থ হচ্ছে, মৃত্যুর মতই দেবরকে ভয় করা উচিৎ। কারণ স্বামী পক্ষের আত্মীয় হওয়ায় সে অন্যদের তুলনায় খুব সহজে ঘরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে থাকে এবং তার ব্যাপারে অনেকে কুধারণাও মনে স্থান দেয়না। তাই এই সুযোগে তার থেকে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বেশী থাকে।

৭৬. বুখারী, অধ্যায়ঃ মাহরাম না, এমন মহিলার নিকট নির্জনে প্রবেশ করা যাবে না, তাও. হা/৫২৩২।

Scanned by CamScanner

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»

"কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে। তবে মহিলার সাথে মাহরাম থাকলে ভিন্ন কথা। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছি। তিনি বললেনঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো।"[৭৭]

যেই মহিলার সাথে পুরুষের চিরতরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ সেই মহিলাকে উক্ত পুরুষের মাহরাম বলা হয়। যেমন মা, কন্যা, বোন, খালা, ফুফু ইত্যাদি। সেই হিসাবে স্ত্রীর বোনের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা না জায়েয। কারণ সে চিরস্থায়ী মাহ্রাম নয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অথবা তালাক হয়ে গেলে তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»

"কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে একত্রিত হলে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে সেখানে উপস্থিত হয়"।[৭৮]

উপরোক্ত হাদীছগুলো অবগত হওয়ার পর কোন পুরুষের জন্য যে সমস্ত মহিলার নিকট প্রবেশ করা না জায়েয ঐ সমস্ত মহিলার সাথে কখনও একান্তে দেখা করা ও কথা বলা বৈধ নয়।

- কোন ব্যক্তির স্ত্রীর ঘরে তার অনুপস্থিতে তার আপন ভাই কিংবা দূর সম্পর্কের ভাইদের প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।
- বন্ধু বাড়ীতে না থাকলে বন্ধুর স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

---

৭৭. বুখারী, সাথে মাহরাম নেই এমন মহিলার নিকট নির্জনে প্রবেশ করা যাবে না, তাও. হা/৫২৩৩।

৭৮. মুসনাদে আহমাদ, (১/১৮) মাশা. হা/১১৪।

Scanned by CamScanner

✋ শিক্ষক তার ছাত্রীর সাথে এক ঘরে নির্জনে মিলিত হওয়া অবৈধ।

✋ যে সমস্ত হাফেজ বা কুরআনের শিক্ষক মহিলাদেরকে বাড়ীতে গিয়ে পুরুষের অনুপস্থিতে কুরআন শিক্ষা দেয় তারা যেন এখনই এ কাজ ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করে।

✋ পুরুষ ডাক্তার মহিলা রোগীদেরকে একান্তে চিকিৎসা দিতে পারবে না। বর্তমান কালে ডাক্তারগণ মহিলা নার্সদের নির্জনে রুম বন্ধ করে আড্ডা দিয়ে থাকেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি হারাম কাজ।

✋ কাজের মেয়ের সাথে নির্জনে দেখা করা ইসলামে জায়েয নেই।

✋ প্রাইভেট ড্রাইভারের সাথে মহিলাদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ।

বেপর্দা চলতে নিষেধ করা হয়েছে

ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, মহিলাদের বেপর্দা চলাফেলা করা। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নারীদেরকে বেপর্দা হয়ে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এই আদেশ অমান্য করে নারীগণ রাস্তাঘাটে, শহরে, বাজারে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেপর্দা হয়ে বের হওয়ার কারণে সমাজে যেনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না"।[৭৯] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

"দুই প্রকারের লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমি তাদেরকে দেখিনি। তাদের এক প্রকার হল এমন লোক যাদের হাতে গরুর লেজের

---

৭৯. সূরা আহযাব-৩৩:৩৩

Scanned by CamScanner

মত লাঠি থাকবে। তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় প্রকার হল এমন সব মহিলা যারা দুনিয়াতে পোষাক পরিধান করবে কিন্তু পোষাক সংকীর্ণ হওয়ার কারণে অথবা পোষাক দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত না করার কারণে তাদেরকে উলঙ্গের মত দেখা যাবে। তারা বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের মাধ্যমে পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে। তাদের মাথার চুলগুলো উটের কুঁজের মত সামনের দিকে ঝুলে থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবেনা। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে"।[৮০]

মুসলিম রমণীর জন্য বেপর্দায় ঘর থেকে বের হওয়া কবীরা গুনাহর অন্তর্ভূক্ত। এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। পর্দাহীনা মহিলাদের পর্দা না করার কারণে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার ভয় রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"দুনিয়াতে পোষাক পরিধানকারী অনেক মহিলা কিয়ামতের দিন বিবস্ত্র অবস্থায় থাকবে"।[৮১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপরোক্ত কথাটির কয়েক ধরণের ব্যাখ্যা হতে পারে।

১) অনেক মহিলা ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের মাঝে থেকে দুনিয়াতে সুন্দর পোষাক পরিধান করে শরীর ঢেকে রাখবে। কিন্তু দুনিয়াতে ভাল আমল না করার কারণে আখেরাতে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে।

২) মহিলা দুনিয়াতে কাপড় পরিধান করতো, কিন্তু এমন সংকীর্ণ ও পাতলা পোষাক পরিধান করত যদ্বারা সতর (অঙ্গ) পুরোপুরি আবৃত হতনা। তাই প্রতিদান স্বরূপ কিয়ামতের দিন উলঙ্গ করার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

---

৮০. মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস।

৮১. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস, তাও. হা/৫৮৪৪।

Scanned by CamScanner

৩) মহিলা দুনিয়াতে পোষাক পরিধান করতো, কিন্তু পিছনের দিকে ওড়না ঝুলিয়ে দিত যাতে বক্ষ ও শরীরের অধিকাংশ প্রকাশ হয়ে যেত। যার ফলে তাকে উলঙ্গের মত দেখা যেত। পরিণামে তাকে কিয়ামতের দিন বিবস্ত্র করে শাস্তি দেয়া হবে।

তাই বুদ্ধিমতী মহিলাদের উচিৎ এ ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণতির কথা চিন্তা করা যার একমাত্র কারণ বেপর্দা ও বেহায়াপনা। মুসলিম রমণী যেন ঐ সমস্ত পোষাক ও ওড়নার প্রতি দৃষ্টি না দেয় যা পর্দার মাধ্যম না হয়ে ফিতনার কারণে পরিণত হয়েছে। ভেবে দেখা উচিৎ ঐ রমণীর! যে নিজেকে মু'মিন পুরুষদের জন্যে ফিতনার কারণে পরিণত হয়ে তাদেরকে জান্নাতের পথে চলা থেকে বিরত রাখছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "কিয়ামতের আলামত হচ্ছে মহিলাদের জন্য এমন পোষাক আবিস্কার হবে যা পরিধান করার পরও মহিলাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে"।[৮২] অর্থাৎ তাদের পোষাকগুলো এমন সংক্ষিপ্ত ও আঁট-সাট হবে যে, তা পরিধান করলেও শরীরের গঠন ও সৌন্দর্যের স্থানগুলো বাহির থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাবে।

আফসোসের বিষয় হল বর্তমান যামানায় মহিলারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে। তারা তাদের সৌন্দর্যের স্থানগুলো প্রকাশ করে রাস্তায় চলার কারণে চরিত্রহীন নারী লিপ্সু পুরুষেরা পিছে লেগেছে। নানা কৌশলে তাদের সম্ভ্রম হানি করছে। কখনও ভুলিয়ে ভালিয়ে আবার কখনও জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে নারীর মান ইজ্জত নষ্ট করে দিচ্ছে। এ জন্য নারী ও তাদের অভিভাবক উভয়ই দায়ী।

কত সুন্দরী ও মেধাবী নারীর ঘটনা শুনেছি, যাদেরকে নিয়ে তাদের পিতা-মাতার অনেক স্বপ্ন ছিল। আশা ছিল সৎ ও যোগ্য পাত্রের নিকট ধুমধাম করে বিবাহ দিবে। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে অন্যরকম। দেখা গেছে, কোন এক সময় দুষ্ট যুবকদের কবলে পড়ে তাদের জীবনে নেমে এসেছে কলঙ্কের কালো ছায়া। পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের মুখে পড়েছে

---

৮২. ইমাম হায়ছামী বলেনঃ ইমাম বুখারী এই হাদীছের বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, মাজমাউজ্ জাওয়ায়েদ, (৭/৩২৭।

Scanned by CamScanner

চুনকালি। ভেঙ্গে গেছে পিতা-মাতার স্বপ্ন। বেপর্দা চলাফেরাই এর একমাত্র কারণ।

বর্তমানে নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও ইভটিজিং প্রতিরোধে রাষ্ট্রে নানা আইন ও পদক্ষেপেরে কথা শুনা যাচ্ছে। এ ধরণের আইন যতই করা হোক না কেন এতে লাভ হবে না। ইসলামী পর্দা ব্যবস্থা যতদিন কার্যকর না হবে তত দিন এ সমস্যা বাড়তেই থাকবে।

বাংলাদেশের মত একটা মুসলিম প্রধান দেশে যখন একটা মেয়ে ওড়না ছাড়া হাতাকাটা বডি ফিট টপস পরে তাদের বুক অর্ধ খোলা অবস্থায় সবার চোখে দৃশ্যমান করে তুলে, তার কোমরের নিচ হতে পায়ের গোড়লীর উপর পর্যন্ত টাইট-ফিট জিন্স পরে সবার সামনে ঘুরে বেড়ায়, তখনই কেবল দুশ্চরিত্র তাকে উদ্দেশ্য করে অযাচিত মন্তব্য করার সুযোগ পায়। মেয়েটা যদি তার শালীনতা বজায় রাখতো তবে কোন ছেলে তাকে ইভটিজিং করার সুযোগ পেতোনা। আমরা যদি আমাদের মা-বোন কে অশালীন পোষাক পরা হতে বিরত রাখি, তবে অবশ্যই তারা এই ইভটিজিং নামক নিকৃষ্ট ব্যাধির হাত হতে অনেকাংশে রক্ষা পাবে। মোটকথা পরিপূর্ণ পর্দা ব্যবস্থা ও পুরুষের সাথে সংমিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই নারীর জন্য নিরাপদ এবং ব্যভিচার থেকে বাঁচার একমাত্র পথ। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

"তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ"।[৮৩] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

৮৩. সূরা আহযাব-৩৩:৫৩

Scanned by CamScanner

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না"।[৮৪]

নারীর সম্মান ও মর্যাদার গ্যারান্টি হিসাবে হিজাব পরিধান সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। হিজাব বলতে অনেকেই বোরকা বুঝে থাকেন। আসলে হিজাব বলতে শালীন পোষাককে বুঝানো হয়েছে। যেই পোষাক তার শরীরের আকর্ষণীয় অংশগুলো ঢেকে রাখবে। হতে পারে তা চাদর বা বোরকা বা অন্য যে কোন পোষাক।

নারীকে তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে

এ কথাটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বিবেক সম্মত যে, কোন ব্যক্তি যদি দামী ও মূল্যবান কোন জিনিষের মালিক হয়, তাহলে সে তার হেফাজত করবে ও ঢেকে রাখবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾

"তারা স্বামী ছাড়া অন্য কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না"।[৮৫] আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

"তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে"।[৮৬]

সুতরাং বৈধ অধিকারী ব্যতীত অন্য কেউ নারীর সৌন্দর্যের দিকে তাকানো বা তা ভোগ করার অধিকার রাখে না। এর নামই হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা। এটিই নারীর স্বাধীনতা। মহিলার সৌন্দর্যের মালিক সে নিজেই। মহিলা এবং মহিলার সৌন্দর্য উভয়টিই আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং

---

৮৪. সূরা আহযাব-৩৩:৫৯

৮৫. সূরা নূর-২৪:৩১

৮৬. সূরা নূর-২৪:৩১

Scanned by CamScanner

বৈধ অধিকারী হিসেবে তার স্বামী ব্যতীত অন্য কেউ মহিলা ও মহিলার সৌন্দর্য উপভোগ করার ক্ষমতা রাখে না।

হিজাব পরিধান করে মহিলা তার মান-সম্মান ও সৌন্দর্য রক্ষা করবে। এটি তার স্বাধীনতার যথাযথ প্রয়োগ এবং সাথে সাথে এ কথা বলে দেয়া যে, সে যে কারো আক্রমণের বস্তু নয়। সে হিসাবে আমরা বলতে পারি হিজাব পরিধানকারীনী প্রতিটি মুসলিম মহিলা নিজের সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা করে চলে। অপর পক্ষে যে মহিলা শস্তা পণ্যের ন্যায় নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়ায় সে নিজের সম্মান নিজেই নষ্ট করে দেয়।

বিনা প্রয়োজনে মহিলাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে

যেহেতু নারী-পুরুষের একত্রে চলাফেরা করা ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ, তাই নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে এবং বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, জাহেলী যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না"।[৮৭] নবী ﷺ বলেনঃ

«اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»

"নারীর জন্য গৃহে অবস্থান করা এবং পর্দার অন্তরালে থাকা জরুরী। যখন সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তখন তার দিকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে দেখে"।[৮৮]

তবে বিশেষ প্রয়োজনে মহিলারা ঘরের বাইরে যেতে পারে। শুআইব (আলাইহিস সালাম) এর দুই কন্যার ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসা (আলাইহিস সালাম) যখন তাদেরকে দেখলেন যে, তারা ছাগলের রাখালি করছে এবং তাদের

৮৭. সূরা আহযাব-৩৩:৩৩

৮৮. সিলসিলা সহীহা হাদীছ নং- ২৬৮৮।

Scanned by CamScanner

ছাগলগুলোকে পানি পান করানোর জন্য পুরুষদের ভীড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ

﴿مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾

"তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ"।[৮৯]

তাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। বয়সের ভারে ঘর থেকে বের হয়ে কাজকর্ম করতে পারেন না। তাই তারা দুই বোন পিতার সংসারের চাকা সচল রাখতে ঘরের বাইরে এসেছেন। যদি তাদের পিতা কর্মক্ষম থাকতেন তাহলে কখনই তারা ঘরের বাইরে আসতেন না।

যদিও তারা ঘরের বাইরে এসেছেন, তথাপিও তারা কিন্তু তাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করানোর জন্য পুরুষের সাথে একাকার হয়ে যান নি। বরং দূরে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন, কখন পুরুষেরা তাদের পশুপালকে পানি পান করায়ে চলে যাবে।

এটিই ইসলামের সুমহান আদর্শ, যা ফুটে উঠেছে শুআইব আলাইহিস সালাম এর দুই কন্যার কর্মে। পৃথিবীতে আজও নারীর অভাব নেই। কিন্তু শুআইব আলাইহিস সালাম এর কন্যার মত নারী খুঁজে পাওয়া কঠিন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক হাদীছে বলেছেন মহিলাদের জন্য ঘরই হচ্ছে উত্তম স্থান। এমন কি তারা যদি ঘরে নামায আদায় করেন, তাহলে সেই নামায মসজিদে এসে পড়ার চেয়েও উত্তম হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لَا تَمْنَعُوا نِسَائَكُمَ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ»

"মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্য ঘরই উত্তম"।[৯০]

---

৮৯. সূরা কাসাস-২৮:২৩

৯০. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ জামআতে নামায আদায় আলএ, হা/৫৬৭।

Scanned by CamScanner

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا»

"মহিলার ঘরের এক পার্শ্বে আদায়কৃত নামায ঘরের আঙ্গীনায় আদায় করা নামায থেকে উত্তম। আর তার অন্দর মহলের কামরায় আদায় করা নামায ঘরের এক পাশে আদায় করা নামায হতে উত্তম"।[৯১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ

«خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ بُيُوْتُهُنَّ»

"মহিলাদের জন্য ঘরই হচ্ছে উত্তম মসজিদ"।[৯২] সুতরাং যতদূর সম্ভব, মহিলারা ঘরের বাইরে না যাওয়ার চেষ্টা করবে। যে সমস্ত স্থানে গেলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে, দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করতে পারবে এবং সাংসারিক প্রয়োজনে যেখানে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী সে সমস্ত জায়গায় যেতে পারে। ফিতনা-ফাসাদের স্থান এবং যেখানে পুরুষের যাতায়াত সে সমস্ত স্থান এড়িয়ে চলবে।

ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায়, গাড়ীতে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং ক্লাবে নারীগণ পুরুষদের সাথে অংশগ্রহণের কারণে অসংখ্য বালা-মুসিবত ডেকে এনেছে।

আপনি স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ঘর থেকে বের হবেন? অথচ মানুষরূপী নেকড়ে বাঘেরা ওঁৎ পেতে বসে আছে। আপনার অগোচরেই তারা আপনার স্ত্রী কন্যাকে তাদের শিকারের বস্তুতে পরিণত করতে পারে।

অনেক স্বামীই আছেন, যারা তাদের সহকর্মী ও বন্ধুদেরকে তাদের স্ত্রীদের কাছে যাতায়াতের সুযোগ দিয়ে থাকেন। তারা কি জানেন না কোমল কথা বলে, প্রেম ভালবাসার নামে এবং তাদের স্বামীদের চেয়ে

---

৯১. মিশকাত, অধ্যায়ঃ জামাআতে নামায আদায় করা। ইমাম আলবানী (রঃ) সহীহ বলেছেন।

৯২. সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং- (৩/৩৮৬

Scanned by CamScanner

অতিরিক্ত সুযোগ দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কত লোককে স্ত্রীহীন করেছে? সন্তানদেরকে মা ছাড়া করেছে? ঘরের স্বর্ণালংকার ও সহায় সম্পদ সবই হাতিয়ে নিয়েছে।

প্রয়োজন বশতঃ মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়ার আদব

প্রিয় মুসলিম মা ও বোনেরা! আপনারা যদি প্রয়োজনের তাগিদে ঘর থেকে বের হতে চান তাহলে নিম্নের কয়েকটি আদব রক্ষা করে বের হতে পারেন।

ক) বের হওয়ার সময় শরীয়ত সম্মত পোষাক, ভদ্রতা, শালীনতা এবং লজ্জাশীলতা বজায় রেখে বের হবেন। আপনি কি শুনেন নি শুআইব কন্যাদ্বয় কিভাবে আদব কায়দা বজায় রেখে মুসা (আলাইহিস সালাম) এর কাছে আসলেন? আল্লাহ্ তাআ'লা সেই ঘটনা উল্লেখ করে বলেনঃ

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾

"অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত পদক্ষেপে তার কাছে আগমন করল। বললঃ আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের জন্তুগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন, আপনাকে তার বিনিময় দেয়ার জন্য। (সূরা কাসাস-২৮:২৫)

খ) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি পরিহার করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি লাগিয়ে মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

«إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تُطَيِّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ»

Scanned by CamScanner

"তোমাদের কেউ যদি ইশার নামাযে আসতে চায় তবে সে যেন সেই রাতে সুগন্ধি ব্যবহার না করে"।[৯৩] মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করেছে সে যেন আমাদের সাথে ইশার নামাযে উপস্থিত না হয়"।[৯৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»

"যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, যাতে তারা তার শরীরের সুঘ্রাণ পায় সে মহিলা ব্যভিচারীনী"।[৯৫]

গ) রাস্তায় চলার সময় রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ»

"মহিলারা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবে না"।[৯৬]

ঘ) বের হওয়ার সময় অবশ্যই এমন পোষাক পরিধান করে বের হবেন, যাতে শরীরের সমস্ত অংশ পরিপূর্ণরূপে আবৃত থাকে। বোরকা পরিধান করার ক্ষেত্রেও প্রশস্ত বোরকা পরিধান করবেন। বর্তমানে এমন এক প্রকার বোরকা বের হয়েছে, যা পর্দার পরিবর্তে ফিতনার কারণ হয়েছে। সেগুলো এমন সংকীর্ণ, যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেয়। কোন কোন মহিলা রঙ্গীন এবং বিভিন্ন ডিজাইন করা বোরকা পরিধান করে থাকেন, যা পুরুষের দৃষ্টি ফেরানোর পরিবর্তে আরও বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মোট কথা কালো রঙ্গের সাদামাটা ঢিলা-ঢালা বোরকা পরিধান করে বের হওয়াই অধিক নিরাপদ।

ঙ) বের হওয়ার সময় সূরা নূরের ৩০ ও ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা স্মরণ করুন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

---

৯৩. মুসলিম, অধ্যায়ঃ মহিলাদের মসজিদে বের হওয়া।
৯৪. পূর্বোক্ত উৎস।
৯৫. জিলবাবুল মারআতিল মুসিলিমা, (১/১৩৬
৯৬. হাদীছটি হাসান, দেখুন সিলসিলায়ে সহীহা (২/৫১১ হাদীছ নং- ৮৫৬।

Scanned by CamScanner

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"হে নবী! মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য সর্বোত্তম পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও"।[৯৭]

চ) হে মুসলিম মা ও বোনেরা! আপনাদের মধ্যে লজ্জাবোধ থাকা জরুরী। কারণ লজ্জা ঈমানের অংশ। লজ্জাবোধ মানুষকে নানা অপরাধ হতে বিরত রাখে। শুআইব (আলাইহিস সালাম) এর কন্যাদ্বয়ের মত আপনিও লজ্জাবোধ বজায় রেখে ঘর থেকে বের হবেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

---

৯৭. সূরা নূর-২৪: ৩০-৩১

Scanned by CamScanner

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾

"অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তার কাছে আগমন করল।"[৯৮]

ছ) প্রয়োজন বশতঃ পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে নরম স্বরে কথা বলবেন না। এতে দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও বখাটে যুবকেরা আপনাদের নারী সুলভ কণ্ঠ শুনে আপনাদেরকে বিরক্ত ও উত্ত্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, জাহেলী যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না"।[৯৯]

অপরিচিত মহিলার সাথে মুসাফাহা করতে নিষেধ করা হয়েছে

যে সমস্ত মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ তাদের সাথে মুসাফাহা করা হারাম। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন মুমিন নারী হিজরত করে আসলে তিনি কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বায়আত নিতেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

---

৯৮. সূরা কাসাস-২৮: ২৫

৯৯. সূরা আহযাব-৩৩:৩২-৩৩

Scanned by CamScanner

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"হে নবী! ঈমানদার নারীরা যখন তোমার কাছে এসে আনুগত্যের বায়আত করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের থেকে বায়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু"।[১০০]

যে মহিলা এই শর্ত মেনে নিতো, তাকে তিনি মুখে বলতেনঃ তোমার বায়আত গ্রহণ করলাম। আল্লাহর শপথ! বায়আত করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কোন মহিলার হাত স্পর্শ করে নি। তিনি কেবল এই কথার মাধ্যমে বাইআত করতেনঃ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ তোমার কাছ থেকে আমি উপরোক্ত কথাগুলোর উপর বায়আত নিলাম।[১০১]

উমাইমা বিনতে রাকীকা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেনঃ একদল মহিলার সাথে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলামের বায়আত নিতে আসলাম। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সাথে এই মর্মে বায়আত করব যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবনা, চুরি করবনা, ব্যভিচার করব না, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবনা, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী

---

১০০. সূরা মুমতাহিনা-৬০:১২

১০১. বুখারী, অধ্যায়ঃ ইসলামে যে সমস্ত শর্তারোপ করা জায়েয।

Scanned by CamScanner

করবনা এবং ভাল কাজে আমরা আপনার অবাধ্য হবনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ তোমাদের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী কথাগুলো পালন করবে। বর্ণনাকারী বলেনঃ মহিলারা বললঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নফসের চেয়ে অধিক দয়াশীল। হে আল্লাহর রাসূল! আসুন আমরা আপনার হাত ধরে বায়আত করি। তিনি তখন বললেনঃ আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করিনা। একশ জন মহিলার জন্য আমার কথা একজন মহিলার সাথে কথা বলার মতই। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ

«وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ ، إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا»

"নিজের স্ত্রী কিংবা মালিকানাধীন দাসী ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করে নি।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পথভ্রষ্ট জাহেল কতিপয় মুসলমান রাসূলের আদর্শ প্রত্যাখ্যান করে নারীদের সাথে হাসিমুখে মুসাফাহা করে থাকে। আমরা আল্লাহর কাছে পথভ্রষ্টতা হতে আশ্রয় চাই।

স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে

স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতিত ভ্রমণ মহিলাকে অশ্লীল ও হারাম কাজের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্ মহিলাদের দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। অধিকাংশ সময় সে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে থাকে। জ্ঞানে ও দ্বীন পালনে অপূর্ণাঙ্গ। তাই সে দ্রুত ধোকার শিকার হয়, দুর্বল হয়ে যায় এবং প্রতারিত হয়। এজন্যই তাদেরকে একা সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া অনেক সময় একা চলাফেরা ও ভ্রমণ করার কারণে নারী পাচারকারী চক্রের হাতে পড়তে পারে। পাচারকারীদের বিভিন্ন পতিতালয়ে নারীদেরকে বিক্রি করে দেয়ার খবর পত্রপত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়। এরকম দুর্ঘটনা ও বিপদাপদ থেকে নারীদেরকে হেফাজত করার জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে একাকী ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন।

Scanned by CamScanner

১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ

«لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»

" মাহরাম (শরীয়তের বিধানে যার সাথে বিবাহ হারাম) সঙ্গী ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে এবং কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে" ।[১০২]

২) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»

"যে মহিলা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য কোন মাহরামকে সাথে না নিয়ে একদিন এবং এক রাত্রির পথ সফর করা বৈধ নয়" ।[১০৩]

বিনা প্রয়োজনে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে

অনুরূপভাবে যে সমস্ত দুষ্ট বন্ধু মানুষকে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে তাদের সাথে সম্পর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেসমস্ত স্থানে গেলে এই পাপ কাজে জড়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সে সমস্ত স্থানে গমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অমুসলিম দেশে ভ্রমণ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। কেননা অমুসলিম দেশের লোকেরা যেনা-ব্যভিচার করাকে অপরাধ মনে করে না ও তাকে হারাম মনে করে না এবং তাদের নিকট এমন কোন দ্বীনী বিধান নেই যা তাদেরকে এই জঘণ্য ও ঘৃণীত কাজ থেকে বারণ করবে। আপনি দেখবেন অমুসলিম দেশে নির্লজ্জ হয়ে লোক সম্মুখে

১০২. বুখারী, অধ্যায়ঃ মহিলাদের হজ্জ, তাও. হা/১৮৬২।
১০৩. বুখারী, অধ্যায়ঃ কত দূরের সফরে নামায কসর করবে, তাও. হা/১০৮৮?

Scanned by CamScanner

পুরুষ-মহিলা একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে। যুবক পুরুষ যুবতী মহিলার বুকের উপর পড়ে আছে। প্রতিবাদ করার কেউ নেই; বরং কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে তাকেই আইনি জটিলতায় পড়তে হয়।

দেখতে পাবেন ঐ সমস্ত দেশের সমুদ্র সৈকতগুলোতে উলঙ্গ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এমন উলঙ্গ যেমন তারা মায়ের পেট থেকে বস্ত্রহীন অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছিল। সেখানে পোষাক পরিধান করে কেউ গেলে প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়। সে সমস্ত দেশের মিডিয়ার পর্দাগুলোতে উলঙ্গ অবস্থায় যেনা-ব্যভিচার প্রদর্শনী নির্বাচারে করা হয়।

একজন আত্মসম্মানী মুসলিম কি এই দৃশ্য দেখতে পারে? কিভাবে বিনা প্রয়োজনে এ সমস্ত দেশে যেতে পারে? যুবক পুরুষ রাস্তায় চলার সময় যুবতী মেয়ে এসে জড়িয়ে ধরে, সামনে এসে অঙ্গভঙ্গি দেখায়। কখনও বা শুয়ে পড়তে চায়। একজন টগবগে যুবক কিভাবে এ পরিস্থিতিতে নিজেকে হেফাজত করবে? এই কঠিন পরীক্ষা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে?

সুতরাং ফিতনা ও ফাসাদের স্থানে না যাওয়াই ফিতনা থেকে বাঁচার একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি কোন স্থানে গিয়ে কোন পাপ কাজে জড়িয়ে পড়বে তার জন্য উক্ত স্থান বর্জন করা জরুরী। কোন ব্যক্তি কোন নারীর ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা করলে তার উচিৎ বিলম্ব না করে ঐ মহিলার অঞ্চল ছেড়ে দেয়া। যে কর্মক্ষেত্রে নারীর ফিতনা রয়েছে, মুসলিম যুবকের উচিৎ সেই কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্যত্র রিযিকের সন্ধান করা। যে রাস্তা দিয়ে চললে দুশ্চরিত্র মহিলার খপ্পরে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে সেই রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে চলবে। যে বন্ধুর সাথে সম্পর্ক রাখলে তার চরিত্র নষ্ট হতে পারে, সেই বন্ধু ত্যাগ করে ভাল বন্ধু সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। কেননা সৎ বন্ধু আর অসৎ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো আতর বিক্রেতা এবং কামারের মত। আতর বিক্রেতার কাছে গেলে সে হয়ত আপনার শরীরে ফ্রি কিছু আতর মাখিয়ে দিবে, না হয় আপনি তার কাছ থেকে আতর ক্রয় করবেন অন্যথায় তার কাছ থেকে আতরের গন্ধ আপনার নাকে চলে

Scanned by CamScanner

আসবে। আর কামারের কাছে গেলে সে আপনার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে না হয় আপনি খারাপ গন্ধ পাবেন।

একশ লোকের হত্যাকারী যখন তাওবার সন্ধানে আলেমের কাছে গেলো আলেম তাকে অপরাধী বন্ধু ও তাদের সমাজ ছেড়ে ভাল লোকদের কাছে চলে যেতে আদেশ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ»

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করল। অতঃপর †লাকদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে? বলা হলো অমুক পাদ্রী। সে তার নিকট গিয়ে বলল যে, সে তো নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে। তার কোন তাওবা করার সুযোগ আছে কি? পাদ্রী বললঃ তোমার কোন তাওবা নেই। এই কথা শুনে পাদ্রীকেও হত্যা করে একশ পূর্ণ করল। অতঃপর লোকদেরকে

Scanned by CamScanner

জিজ্ঞেস করলোঃ এ যুগের সবচেয়ে বড় আলেম কে? এবার তাকে একজন আলেমের সন্ধান দেয়া হলো। আলেমের কাছে গিয়ে বলল যে, সে একশটি প্রাণ হত্যা করেছে। তার কোন তাওবা আছে কি? আলেম বললেনঃ হ্যাঁ, তাওবা আছে। তাওবার মাঝে এবং তার মাঝে কে বাধা সৃষ্টি করলো? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে একদল লোক পাবে। তারা আল্লাহর এবাদতে রত আছে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর এবাদত করতে থাকো। আর নিজের এলাকায় কখনো ফিরে এসোনা। সে তথায় রওয়ানা হয়ে গেল।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। তখন রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা এসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেল। রহমতের ফেরেশতাগণ বললোঃ সে তাওবা করে আল্লাহ তাআলার কাছে ফেরত এসেছে। সুতরাং আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাবো। আজাবের ফেরেশতাগণ বললোঃ সে কখনো ভাল কাজ করেনি। বরং সে একশটি প্রাণ হত্যা করেছে। আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর আযাবের দিকে নিয়ে যাবো। এমতাবস্থায় মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আগমণ করলো। তারা তাকে উভয় দলের মাঝে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করলো। তিনি ফয়সালা দিলো যে, তোমরা এই স্থান থেকে দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখ। তারা দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখল যে এলাকার দিকে সে রওনা হয়েছিল সে দিকে অধিক নিকটবর্তী। তাই রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবজ করলো।[১০৪]

১০৪. বুখারী, অধ্যায়ঃ আহাদীছুল আম্বীয়া।

Scanned by CamScanner

স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে স্ত্রীকে সাড়া দিতে বলা হয়েছে

হে মুসলিম বোন! আপনার স্বামী যদি রাতের বেলা আপনাকে তার বিছানায় আহবান করে, তাহলে বিনা কারণে আপনি তার কাছে যেতে অস্বীকার করবেন না। এটি আপনার জন্য হারাম এবং কবীরা গুনাহ্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

"পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে, স্ত্রী যদি তখন আসতে অস্বীকার করে তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ উক্ত মহিলার উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে"।[১০৫]

প্রিয় মুসলিম বোন! আপনি যদি স্বামীর সাথে রাত্রি যাপন না করেন এবং আপনার স্বামী যদি পূর্ণ যৌন শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে আপনার অবস্থা কি হতে পারে? শয়তান কি তাকে অন্যায় কাজের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেনা? তখন কি আপনিও পাপের অংশীদার হবেন না? স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যাতে ব্যভিচার থেকে পবিত্র জীবন যাপন করতে পারে সেজন্যই বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা একটি মহিলার উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টি পড়ে গেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যায়নাবের কাছে এসে প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। অতঃপর সাহাবীদের কাছে গিয়ে বললেনঃ

«إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ»

"নিশ্চয়ই (কতক) মহিলা শয়তানের আকৃতিতে আগমণ করে এবং শয়তানের আকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করে। তোমাদের কারো দৃষ্টি যদি কোন

১০৫. বুখারী, অধ্যায়ঃ মহিলা যদি স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাত্রি যাপন করে।

Scanned by CamScanner

মহিলার উপর পড়ে যায়, সে যেন তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে মনের বাসনা পূর্ণ করে। কেননা ইহা তার মনের কুধারণা দূর করে দিবে"।[১০৬]

স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে

স্বামীর উচিৎ তার স্ত্রীকে পবিত্র থাকতে সহযোগীতা করা। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কাছে না যাওয়া কিংবা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বিদেশে পড়ে থাকা স্বামীর জন্য অনুচিৎ। স্বামী স্ত্রী থেকে দূরে থাকার কারণে কিংবা প্রবাস জীবনে বছরের পর বছর পড়ে থাকার কারণে স্ত্রী যদি গোমরাহ হয় ও পাপের কাজে লিপ্ত হয় তাহলে স্বামীও গুনাহ্গার হবে। এজন্য উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) স্ত্রী-পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য চার মাস পর পর সেনাবাহিনীর লোকদেরকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিতেন।

প্রবাসী ভাইদের কাছ থেকে আমরা প্রায়ই এমন পারিবারিক সমস্যার কথা শুনতে পাই, যা শুনে শরীর কেঁপে উঠে। এর একমাত্র কারণ দীর্ঘদিন স্ত্রীকে দেশে রেখে বিদেশে পড়ে থাকা। তাই ইসলাম ব্যভিচারের সকল পথ বন্ধ করে দেয়ার অংশ হিসাবে স্বামীকে স্ত্রী থেকে দীর্ঘ দিন দূরে থাকতে নিষেধ করেছে।

স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে

স্বামীর মন যাতে অন্যদিকে না যায়, সে জন্য স্ত্রীর উচিৎ তার স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রাখার জন্য সেজেগুজে থাকা ও অলঙ্কার পরিধান করা। যাতে করে তার দিকে তাকিয়ে স্বামীর চক্ষু শীতল হয়ে যায় এবং অন্য মহিলার দিকে তাকানোর কল্পনাও না করে। বৈধভাবে দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী উপভোগ করাতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

১০৬. সিলসিলায়ে সহীহা, (১/২৩৪

Scanned by CamScanner

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"হে নবী! তুমি বলঃ আল্লাহ্‌র সাজ-সজ্জা, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্য বস্তুসমূহ কে হারাম করেছে? তুমি বলঃ এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন একমাত্র তাদেরই জন্যই"।[১০৭]

মহিলাকে তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে

কেননা এ ধরণের বিবরণ শুনে তার স্বামীর অন্তর ঐ মহিলার দিকে ঝুকে পড়তে পারে। পরিণামে উক্ত মহিলার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কৌশল অবলম্বন করতে পারে এবং এমন অঘটন ঘটতে পারে, যা কাম্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

﴿لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا﴾

"কোন মহিলা যেন অপর মহিলার সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। কেননা সম্ভাবনা আছে যে, সেই মহিলা তার স্বামীর কাছে উক্ত মহিলার গুণাগুণ ও সৌন্দর্য এমনভাবে বর্ণনা করতে পারে যে, মহিলার স্বামী যেন উক্ত মহিলাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে"।[১০৮]

---

১০৭. সূরা আরাফ-৭: ৩২

১০৮. ফতহুল বারী, (১৫/৫৬

Scanned by CamScanner

পর পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কোমল কণ্ঠ পরিহার করতে বলা হয়েছে

আল্লাহ্ তাআলা মুমিন রমণীদেরকে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না"।[১০৯]

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সমাজে এমন অনেক পুরুষ রয়েছে, যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত। আর তাদের সামনে মহিলারা যদি কোমল কণ্ঠে কথা বলে, তারা তাদের প্রতি খারাপ ধারণা করতে পারে। ধারণা করতে পারে যে, এসমস্ত মহিলা তাদের সাথে গোপনে মিলিত হওয়ার জন্যই কোমল কণ্ঠে ও চিকন আওয়াজে কথা বলছে। ভাবতে পারে তাদের সাথে অশ্লীল কাজ করতে চাচ্ছে। সুতরাং মহিলাদের উচিৎ সম্পূর্ণরূপে কোমল কণ্ঠ পরিহার করা। এমন স্বরে কথা বলবে, যাতে পুরুষের মনে কুধারণা জাগ্রত না হয়।

কথা বলার সময় সে মনে রাখবে, আল্লাহ্ তার কথা শুনছেন এবং তার অবস্থা দেখছেন। সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করবে যে, তার প্রতিপালক তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব কিছুই জানেন।

আফসোস ঐ মহিলার জন্য, যে তার স্বামীর সাথে শক্ত ভাষায় কথা বলে। অপর পক্ষে যখন পরপুরুষ বা কোন যুবকের সাথে কথা বলে তখন চিকন কণ্ঠে ও সরু আওয়াজে কথা বলে।

---

১০৯. সূরা আহযাব-৩৩: ৩২

Scanned by CamScanner

এমনিভাবে পুরুষও মহিলার সাথে কথা বলার সময় কোমল কণ্ঠে কথা বলবে না। এমন পুরুষ রয়েছে, যারা তাদের পুরুষ বন্ধুর সাথে টেলিফোনে কথা বলার সময় পুরুষের মত করেই আসল কণ্ঠে কথা বলে। কিন্তু যখন মহিলার সাথে কথা বলে কিংবা পুরুষ বন্ধুর সাথে কথা বলার সময় টেলিফোন যদি রং নাম্বারে কোন মহিলার কাছে চলে যায় তখন স্বর পাল্টিয়ে দেয় এবং মহিলাটি যাতে তার দিকে আকৃষ্ট হয় সেজন্য সকল প্রকার কলাকৌশল অবলম্বন করে কোমল কণ্ঠে কথা বলে এবং তার ফাঁদে আটকিয়ে ফেলে। পরিণামে এমন কিছু ঘটে যায়, যা কেউ কামনা করে না।

প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে বলা হয়েছে

এছাড়া এই বিরাট অপরাধ থেকে মানব জাতিকে বিরত রাখার জন্য আরো কতগুলো আদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কেও অবগত আছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

"চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন"।[১১০]

কুরআনে বহুবার উল্লেখ হয়েছে যে, আমাদের সকল কাজকর্ম রেকর্ড করার জন্য আমাদের সাথে সম্মানিত লেখকগণ রয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾

"প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে"।[১১১] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾

---

১১০. সূরা গাফির-৪০:১৯

১১১. সূরা ত্বরিক-৮৬:৪

Scanned by CamScanner

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, শুনি। আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে"।[১১২] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম"।[১১৩] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

"সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে"।[১১৪]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে তুমি অপরাধিদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি- সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করবেন না"।[১১৫]

---

১১২. সূরা যুখরুফ-৪৩:৮০
১১৩. সূরা জাসিয়া-৪৫:২৯
১১৪. সূরা যিলযাল-৯৯: ৬-৮
১১৫. সূরা কাহ্ফ-১৮:৪৯

Scanned by CamScanner

আল্লাহ্ তাআলা ব্যভিচার বর্জনকারীদের জন্য উত্তম পুরুষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন

যে সমস্ত যুবক-যুবতী আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾

"আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরানের কন্যা মারইয়ামের, যিনি তার সতীত্ব বজায় রেখেছিলেন। অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যায়ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিনয়ীদের একজন"।[১১৬]

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সফলকাম মুমিন বান্দাদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

"এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না"।[১১৭] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

'যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহ্র অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও অধিক যিকিরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার"।[১১৮]

---

১১৬. সূরা তাহ্রীম-৬৬:১২

১১৭. সূরা মুমিনুন-২৩:৫-৬

Scanned by CamScanner

যে যুবক তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য বিরাট ছাওয়াবের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

«مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»

"যে ব্যক্তি তার মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে আমি তার জন্যে জান্নাতের জিম্মাদার হবো"।[১১৯]

যে ব্যক্তি সুযোগ পাওয়ার পরও ব্যভিচার ছেড়ে দিবে তার জন্য সুসংবাদ

যে ব্যক্তি সুযোগ না পাওয়ার কারণে কিংবা প্রশাসনের ভয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে আর যে ব্যক্তি সুযোগ পাওয়ার পরও আল্লাহর ভয়ে এবং পরকালে ছাওয়াব পাওয়ার আশায় অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে তারা কখনও সমান হতে পারে না; বরং যে ব্যক্তি শরীরে শক্তি ও উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ার পরও আল্লাহর ভয়ে অশ্লীল কাজ ছেড়ে দেয় তার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ ও মহা পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»

"যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবেনা সে দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর ছায়া দান করবেন। তারা হলেনঃ (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) যে যুবক তাঁর প্রভুর এবাদতের মাঝে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। (৪) এমন দুই

১১৮. সূরা আহযাব-৩৩:৩৫
১১৯. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক।

Scanned by CamScanner

ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে একে অপরকে ভালবাসে। আল্লাহর জন্য তারা পরস্পরে একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্য পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) এমন পুরুষ যাকে একজন সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা নিজের দিকে আহবান করে, আর সে পুরুষ বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি। (তাই তোমার ডাকে সাড়া দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। (৬) যে দানশীল ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে, ডান হাত দিয়ে যা দান করে, বাম হাত তা অবগত হয় না। অর্থাৎ তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই দান করেন। তাই মানুষকে শোনানো বা দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে। এতে তার চোখের পানি প্রবাহিত হয়"।[১২০]

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনাটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মহান ফজীলত অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। এই ঘটনায় যুবকদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

"আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বললঃ শোন, তোমাকে বলছি, এদিকে আস! সে বললঃ আল্লাহ্ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারীগণ সফল হয়না"।[১২১]

কে এই মহিলা? সে হচ্ছে মিশরের শাসক আযীযের স্ত্রী। কুরআনের ভাষা অনুযায়ী বুঝা যায় তার অন্তরে বিষয়টি ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর থেকে খারাপ ও অশ্লীল কাজের চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের একজন। এমনিভাবেই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন।

---

১২০. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক।
১২১. সূরা ইউসুফ-১২:২৩

Scanned by CamScanner

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾

" নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন"। [১২২]

যে যুবক তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য বিরাট ছাওয়াবের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

«قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»

"যে ব্যক্তি তার মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে আমি তার জন্যে জান্নাতের জিম্মাদার হব"।[১২৩]

যেনা-ব্যভিচার পরিত্যাগ করার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে সেই দু'আ কবুল হয়ে থাকে

ইবনে উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, অতীত কালে তিনজন লোক পথ চলছিল। পথিমধ্যে রাত্রি যাপন করার জন্য তারা একটি পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল। উপর থেকে বিশাল আকারের একটি পাথর গড়িয়ে পড়লে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের জন্য বের হওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইলনা। তাদের একজন অপরজনকে বলতে লাগল, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন সৎআমল আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে তার উসীলা দিয়ে দু'আ করা ব্যতীত এই পাথর থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই।

তাদের একজন বললঃ হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল। আমি তাদের পূর্বে আমার পরিবার-পরিজন কিংবা

---

১২২. সূরা ইউসুফ-১২:২৪

১২৩. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক।

Scanned by CamScanner

দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন ঘাসের সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম। তারা ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে আমি ফেরত আসতে পারলাম না। তাই আমি তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। আমি তাদের জন্য দুধ দোহন করলাম। অতঃপর আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের মাথার পাশে দাড়িয়ে রইলাম। আমি তাদের পূর্বে পরিবার-পরিজন এবং দাস-দাসীকে দুধ পান করানো অপছন্দ করলাম। দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলাম। এভাবে সারা রাত কেটে গিয়ে ফজর উদীত হল। আমার পিতা-মাতা ঘুম থেকে জেগে দুধ পান করলেন।

হে আল্লাহ! আমি এ কাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করেছি। সুতরাং আমরা এই পাথরটির কারণে যে বিপদে পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু'আ করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা হয়নি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল। সে ছিল আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আমি তার কাছে আমার মনোবাসনা পেশ করলাম। সে অস্বীকার করল। অবশেষে এক বছর খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন সে খাদ্যাভাবে পড়ে সাহায্যের জন্য আমার নিকট আসল। আমি তাকে একশত বিশ দিরহাম দিলাম এই শর্তে যে, সে আমার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করবে। সে এতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম এবং তার দুই উরুর মাঝখানে বসে পড়লাম তখন সে বলতে লাগলঃ হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মোহর ভঙ্গ করো না অর্থাৎ অন্যায়ভাবে তুমি আমার সতীত্ব হরণ করো না। ফলে আমি তার সাথে সহবাস করাকে পাপের কাজ মনে করলাম। সুতরাং সে আমার সবচেয়ে কাছে হওয়া সত্ত্বেও আমি তার কাছ থেকে চলে আসলাম। আর আমি তাকে যে একশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম।

হে আল্লাহ! আমি যদি একাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করে থাকি তাহলে আমরা এই পাথরটির কারণে যে বিপদে

Scanned by CamScanner

পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু'আ করার সাথে সাথে পাথরটি আরেকটু সরে গেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা হয়নি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তৃতীয়জন বললঃ হে আল্লাহ! নির্ধারিত মজুরীর বিনিময়ে আমি কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করলাম। কাজ শেষে আমি তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করলাম। কিন্তু একজন লোক মজুরী গ্রহণ না করেই চলে গেল। আমি তার প্রাপ্য টাকা বাড়াতে থাকলাম। একপর্যায়ে তা প্রচুর সম্পদে পরিণত হল। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললামঃ এসব উট, গরু, ছাগল এবং গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তা সবই তোমার। সে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললামঃ আমি তোমার সাথে বিদ্রুপ করছিনা; বরং এগুলো তোমারই। অতঃপর সে সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে গেল। একটিও রেখে যায়নি।

হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। তারা নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে এল।

Scanned by CamScanner

মুসলিম পিতাদের প্রতি আহ্বান

হে সম্মানিত পিতা! জেনে রাখুন! আপনার স্কন্ধে বিরাট এক দায়িত্ব রয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আপনার অধিনস্থ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন- সে সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধিনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্রপতি জিজ্ঞাসিত হবে তার রাজ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের সম্পর্কে, পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল। সে জিজ্ঞাসিত হবে তার অধীনস্ত সম্পর্কে। স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। সুতরাং সে জিজ্ঞাসিত হবে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে। এমনিভাবে খাদেম তার মনিবের মালের দায়িত্বশীল। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে মনিবের মালের দেখাশুনা করার ব্যাপারে।

ওহে সম্মানিত পিতা! আপনাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেনঃ

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তাঁরা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে"।[১২৪]

হে মুসলিম পিতা! আপনার ঘর পবিত্র রাখুন। আপনার নিজ ঘরে আপনার মেয়ের বন্ধুকে আসতে দিবেন না এবং আপনার মেয়েকে তাঁর সহপাঠীর বাড়ীতে যেতে দিবেন না। আপনার মেয়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে হাটবে- এটা আপনার জন্য সম্মানের বিষয় নয়। দাইয়্যুসে পরিণত হবেন না। দাইয়্যুস কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

---

১২৪. সূরা তাহ্রীম-৬৬:৬

Scanned by CamScanner

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ»

"তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা, আল্লাহ তাআলা তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) পুরুষের সাথে সাদৃশ্যকারী মহিলা (৩) দাইয়্যুছ বা আত্মসম্ভ্রমহীন।[১২৫]

হে মুসলিম পিতা! আপনি জানেন দাইয়্যুছ কে? যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী-কন্যা ও পরিবারের মহিলা সদস্যদের মধ্যে অশ্লীলতা বা অশ্লীলতার লক্ষণ দেখেও চুপ থাকে, প্রতিবাদ করে না তাকেই দাইয়্যুছ বলা হয়।[১২৬]

হে সম্মানিত পিতা! আপনার যুবক বা উঠতি বয়সের ছেলেকে সমবয়সী মেয়েদের সাথে চলতে নিষেধ করুন। আপনার ঘরে তাদেরকে নিয়ে আসতে বাঁধা দিন। সাহসীকতার পরিচয় দিন।

এমনিভাবে আপনার ছেলেদেরকে দুষ্ট যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বাধা দিন। আপনার ছেলে-মেয়েদের চালচলনের খোজ-খবর নিন। পর্যবেক্ষণ করুন, তারা কোথায় কাদের কাছে যাতায়াত করে? টিভির পর্দায় তারা কী দেখে? ম্যাগাজিনে কী পড়ে? ইন্টারনেটে বসে কিসের পাতা উল্টায়? কি দেখে? তাদের মধ্যে কোন প্রকার পদস্খলন পাওয়া গেলে সংশোধন করে দিন। উপদেশ দিন। শাসন করুন। সর্বোপুরি পরিবারের সবার খোজ খবর নেয়া আপনার দায়িত্ব।

হে মুসলিম পিতা! ছেলেমেয়ে পরিণত বয়সে উপনীত হলে এবং তারা বিয়ে করতে চাইলে বাধা দিয়ে ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করবেন না। মেয়ের জন্য সৎ ছেলের সন্ধান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

---

১২৫. নাসাঈ, ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বিশুদ্ধ বলেছেন। দেখুনঃ সহীহ তারগীব, হাদীছ হা/২৫১১।

১২৬. অভিভাবকদের দায়িত্ব পালন ও ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ববোধ বর্তমান বিশ্বে এত নিচে নেমে এসেছে যে, পরকীয়া প্রেমে পড়ে সন্তানের মা সংসার ছেড়ে উধাও হচ্ছে, একজনের স্ত্রী হয়ে অপরজনের নিকট কোর্ট মেরেজ করে পাপ ও অভিশাপের ঘর বাঁধছে এবং উক্ত কাজে সামাজিক সিরিয়েল নামক নাটক, মোবাইল স্বাধিনতা, নেট সুবিধা ও বেপর্দা হয়ে অবাদ চলাফেরার অনুমতি, বিভিন্ন দিবস, মেলা, খেলা, উৎসব, বিবাহ এমনকি মৃত্যু উপলক্ষ্যে পর্দা লঙ্ঘন করার অনুমোদনই মূলত দায়ী।

Scanned by CamScanner

«إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

"তোমাদের কাছে যদি কোন চরিত্রবান ও দ্বীনদার পুরুষ তোমাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে তার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও। আর যদি তোমরা তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দীর্ঘস্থায়ী বিশৃংখলা দেখা দিবে।[১২৭]

হে মুসলিম পিতা! আপনি উপরের উপদেশগুলো পালন করুন। তাহলে আপনার ঘরে শান্তি ও রহমত নেমে আসবে এবং আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মহান পুরস্কার দান করবেন।

মুসলিম মাতার প্রতি উপদেশ

হে মুমিন রমনী! ওহে পবিত্র মাতা! জেনে নিন আপনার স্বামীর পাশাপাশি ঘর সংশোধনে আপনারও যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ আপনার উপর যে দায়িত্ব সোপর্দ করেছেন তা পালনে ত্রুটি করবেন না। আপনার আদরের ছেলে মেয়েদের হাত ধরে আল্লাহর পথে পরিচালিত করুন। সদাসর্বদা তাদেরকে আল্লাহর বিধানগুলো স্মরণ করিয়ে দিন। আপনার স্বামীর অনুপস্থিতে তার খেয়ানত করবেন না। আপনার দ্বীন ও সম্মানের হেফাজত করুন।

আপনার স্বামী অপছন্দ করেন- এমন কাউকে আপনার স্বামীর বিছানায় বসতে দিবেন না। স্বামীর বন্ধুর সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলবেন না। আপনি কি চান অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সুন্দর সংসারে কলঙ্ক নেমে আসুক? কখনই না। অপছন্দনীয় কিছু ঘটে যাওয়ার পূর্বেই সতর্কতা অবলম্বন করুন। মনে রাখবেন শয়তান আপনার ভাল চায় না। সে চায় আপনার পরিবারকে পাপের কালিমা দিয়ে লেপন করে দিতে, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিতে।

---

১২৭. সিলসিলায়ে সহীহা ৩/৯৬ হাদীছ হা/১০২২।

Scanned by CamScanner

হে মুসলিম বোন! আপনার স্বামীর কথা মেনে চলুন। কেননা তার কথা মেনে চলার মধ্যেই আপনার জান্নাতে যাওয়ার পথ। আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার জন্য বলেছেনঃ

«الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»

"যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রামাযানের রোজা রাখবে, তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করবে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[১২৮]

হে যুবক ভাই!

হে প্রিয় যুবক ভাই! তুমি ব্যভিচারের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্পর্কে অবগত হয়েছো। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর কুফল তোমাকে জানানো হয়েছে। তারপরও কি তুমি মাথা থেকে এধরণের অশ্লীল চিন্তা সরিয়ে দিবে না? তুমি তো জান, তোমাকে যদি একজন সুন্দর সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা আহবান করে আর তুমি যদি আল্লাহর ভয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে রোজ কিয়ামতে আরশের ছায়া দানে ধন্য করবেন।

হে যুবক! তুমি কি চাও তোমার মায়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক? বোনের সাথে? কন্যার সাথে? তোমার স্ত্রীর সাথে? তুমি অবশ্যই বলবেঃ না। কারণ তুমি একজন মুসলিম। তুমি কি চাও না তোমার জীবন সঙ্গীনী ফুলের মত পবিত্র হোক? তুমি অবশ্যই বলবে হ্যাঁ। জেনে রেখো! তুমি যদি কারো স্ত্রীর সাথে যেনা করো, তোমার স্ত্রীর সাথেও কেউ না কেউ একাজ করতে পারে। কথায় বলে যেমন কর্ম তেমন ফল।

তুমি যদি নিজের মা, নিজের কন্যা, নিজের বোন নিজের স্ত্রীর জন্য এটি না চাও, তাহলে তুমি কেন বুঝ না যে মানুষেরাও চায় না যে তুমি তাদের মা, কন্যা, বোন বা তাদের স্ত্রীদের সাথে এ কাজটি কর। তোমার কি রাসূলের সেই হাদীছটি মনে নেই? তিনি বলেনঃ

---

১২৮. মিশকাত, অধ্যায়ঃ মহিলাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করা।

Scanned by CamScanner

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে"।[১২৯]

হে যুবক! তুমি যদি মনে করো যে, তোমার মনে কামভাবের উদয় হয়েছে। তোমার গায়ে যৌবনের বাতাস লেগেছে। নিজেকে কন্ট্রল করতে পারছনা। নানা দিক থেকে সুন্দরী রমনীগণ তোমাকে অফার দিচ্ছে। পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছো। কিন্তু তুমি চাচ্ছো পবিত্র জীবন যাপন করতে তাহলে আর দেরী নয়। আল্লাহকে ভয় করো। তার উপর ভরসা করে সতী ও দ্বীনদার নারীর সন্ধানে আজই বের হয়ে যাও এবং বিয়ে করো। স্মরণ করো তোমার নবী তোমাকে লক্ষ্য করে কি বলেছেনঃ

«يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন তা করে নেয়। কারণ বিয়ে চোখ অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখেনা সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা যৌন উত্তেজনাকে কমিয়ে দেয়"।[১৩০]

হে যুবক! যেনা করার পরিবর্তে এবং হারামের দিকে দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে তোমার হালাল স্ত্রীর দিকে তাকাও। তোমার হালাল স্ত্রীর কাছে যাও। এতে তুমি ছাওয়াব ও বিনিময় পাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ "স্ত্রীর সাথে সঙ্গমেও তোমাদের জন্য সাদকার ছওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের একজন তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করবে, আর এতে সওয়াবের হকদার হবে এটা কেমন কথা? তিনি জবাবে বললেনঃ তোমরা কি মনে কর, সে যদি এই কাজ কোন হারাম স্থানে করত তবে পাপের

---

১২৯. বুখারী, অধ্যায়ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ করবে মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত

১৩০. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ। অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ না রাখে সে রোযা রাখবে।

Scanned by CamScanner

অধিকারী হত না? তেমনি হালাল স্থানে ব্যবহার করার কারণে অবশ্যই সে পুরস্কারের অধিকারী হবে।[১৩১]

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি যে খরচই করনা কেন তাতে প্রতিদান পাবে। এমন কি সে উদ্দেশ্যে তোমার স্ত্রীর মুখে কিছু তুলে দিলেও সওয়াবের অধিকারী হবে।"[১৩২] বিবাহ করা নবী-রাসূলদের সুন্নাত। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾

"তোমার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি"।[১৩৩]

মুসা (আলাইহিস সালাম) বিবাহের মাধ্যমে লজ্জাস্থান হেফাজত করার জন্য আট বছর কাজ করেছেন। তাকে আল্লাহর নেক বান্দা শুআইব (আলাইহিস সালাম) বললেন, আল্লাহর বাণীঃ

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

"আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে"।[১৩৪] মুসা (আলাইহিস সালাম) এই চুক্তিতে রাজী হয়ে গেলেন।

১- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ প্রতিটি ভালকাজের ক্ষেত্রে সাদকাহ শব্দের ব্যবহার, হাদীছ নং- ১৬৭৪,

২. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ নিয়তের উপরই কর্মের ফলাফল নির্ভর করে, হাদীছ নং- ৫৪, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ওসীয়া, অনুচ্ছেদঃ এক তৃতীয়াংশ সম্পদের উপর ওসীয়ত প্রসঙ্গে, হাদীছ নং- ৩০৭৬।

১৩৩. সূরা রা'দ-১৩:২৮

১৩৪. সূরা কাসাস-২৮:২৭

Scanned by CamScanner

তিনি বললেন, আল্লাহর বাণীঃ

﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾

"আমার ও তোমার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আর যা কিছু দাবী ও অঙ্গীকার আমরা করছি, আল্লাহ্ তার তত্বাবধায়ক"।[১৩৫]

হে যুবক! তোমার যদি বিয়ে করার মত সামর্থ ও মহিলাকে ভরণ পোষণ দেয়ার মত অর্থ না থাকে, কিন্তু তোমার শরীরে যৌবনের তাড়না আছে তখন তোমাকে বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করে হলেও নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে এবং সামর্থবান হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে হবে। দেখ তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেনঃ

﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

"আর যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন"।[১৩৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন, যা পালন করলে তোমার যৌন স্পৃহাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং তুমি নফল ইবাদতের ছাওয়াবও পাবে। তিনি বলেনঃ

«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখেনা সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা যৌন স্পৃহাকে কমিয়ে দেয়"।[১৩৭]

হে যুবক! তুমি নিজেকে পবিত্র রাখার সাথে সাথে তোমার আপন বোনদেরকেও পবিত্র থাকতে সহায়তা করো। তোমার পড়ার সাথী, সহকর্মী ও বন্ধুদেরকে তোমার বাড়ীর ভিতরে নিয়ে এসো না। তুমি

---

১৩৫. সূরা কাসাস-২৮:২৮

১৩৬. সূরা নূর-২৪:৩৩

১৩৭ . বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ। অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ না রাখে সে রোযা রাখবে।

Scanned by CamScanner

তাদের মনের খবর জান না। এ সুযোগে তাদের লোলুপ দৃষ্টি তোমার বোনদের উপর পড়তে পারে। তোমার বন্ধুরা যদি তোমার বাড়ীতে আসে, তাদেরকে তুমি একাই কিংবা তোমার অন্যান্য ভাইসহ অভ্যর্থনা জানাও। তোমার বোনদেরকে একাজে জড়িত করো না। কারণ এতে এমন কিছু হতে পারে যাতে তুমিই কষ্ট পাবে।

হে মুসলিম ভাই! তুমি অশ্লীল ফিল্ম, ছবি, সিডি এবং প্রেম কাহিনীর বই থেকে নিজেকে দূরে রাখো এবং তা বাড়ীতে এনে তোমার বোনদেরকেও বিপদগ্রস্ত করো না।

হে যুবক! তোমার মন যদি ব্যভিচারের মাধ্যমে আনন্দ, শান্তি ও যৌনতৃপ্তি লাভ করতে চায়, তাকে তুমি বলঃ যে ক্ষণস্থায়ী শান্তি চিরস্থায়ী অশান্তি ও ধ্বংস ডেকে আনে তা আসলে শান্তি নয়। প্রকৃত শান্তি হচ্ছে জান্নাতের সুখ ও শান্তি, যা কখনও শেষ হবে না।

হে যুবক! তুমি যদি নিজেকে পবিত্র রাখতে পারো এবং আল্লাহর বিধান মুতাবেক জীবন ও যৌবন চালাতে পারো তাহলে তুমি হবে সেই জান্নাতের একজন মেহমান। সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে জান্নাতের পুতপবিত্র রমণীগণ।

তুমি যদি তাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো তাহলে জেনে নাও যে, তাঁরা হবেন উঠতি বয়সের যুবতী রমণী। তাঁদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত থাকবে নব যৌবনের স্বর্গীয় সুধা। তাদের গাল হবে গোলাপ ও আপেলের মত লাল মিশ্রিত সাদা বর্ণের। গলায় পরানো থাকবে মণি-মুক্তার অলংকার। তাদের চেহারা সূর্যের মত উজ্জ্বল চকচকে হবে। তারা যখন হাসবে তখন তাদের মুখমন্ডল থেকে বিজলির মত আলোর চমক বের হতে থাকবে। জান্নাতবাসী একজন পুরুষ তাঁর স্ত্রীর গালে নিজের চেহারা দেখতে পাবেন। যেমন আয়নায় নিজের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মাংস ও পোষাকের ভিতরে আচ্ছাদিত হাড়ের মজ্জাসমূহ বাহির থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের একজন হুর যদি দুনিয়াতে একবার দৃষ্টি দিত তাহলে আকাশ ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থান সুবাসে ভরে যেত, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা করত, পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তকে তথা সমগ্র

Scanned by CamScanner

পৃথিবীটাকে সুসজ্জিত করে দিতো, প্রতিটি চোখ সকল জিনিষ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতো, সূর্যের আলোতে যেমন তারকারাজির আলো মিটে যায় তেমনি তাঁর চেহারার আলোতে সূর্যের আলো মিটে যেতো। জান্নাতের একজন হুরকে যদি দুনিয়ার মানুষেরা দেখতে পেত, তাহলে সকল দুনিয়াবাসী আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করতো। জান্নাতী মহিলার মাথার একটি ওড়নার মূল্য দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সকল বস্তু হতেও বেশী হবে।

হুরদের কাছে তাদের স্বামীদের সাথে মিলিত হওয়া জান্নাতের অন্যান্য সকল বস্তু হতে অধিক আনন্দময় হবে। তাদের স্বামীদের সাথে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের সৌন্দর্য ও ভালবাসার বিন্দুমাত্র কমতি হবে না; বরং কাল যতই অতিবাহিত হবে ততই তাদের সৌন্দর্য্য ও ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

জান্নাতের হুরগণ সকল দোষ-ত্রুটি ও নাপাকী থেকে পূত-পবিত্র হবেন। তারা গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, মাসিক রক্তস্রাব, প্রস্রাব-পায়খানা সহ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। তাদের যৌবন শেষ হবেনা, পোষাক পুরাতন হবেনা। তাদের সাথে সহবাসে কোন ক্লান্তি বোধ হবেনা। তারা কেবল তাদের স্বামীদের উপরই দৃষ্টি অবনত রাখবে। স্বামী ছাড়া অন্য কারও কথা মনে কল্পনাও করবে না। স্বামীর চোখের দৃষ্টিও কেবল তাঁর দিকেই থাকবে। কারণ সেই তো তার একমাত্র চাওয়া-পাওয়ার বস্তু। তার দিকে তাকালে তাঁকে আনন্দিত করে তুলবে। আদেশ দিলে তা পালন করবে। তাকে রেখে কোথায়ও গেলে আমানতদারীর হেফাযত করবে। মোট কথা জান্নাতী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে চরম আনন্দে ও স্বাচ্ছন্দে বসবাস করবে।

জান্নাতের স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীগণের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শও করতে পারেনি। যখনই তার দিকে তাকাবেন আনন্দে মন ভরে দিবে। যখন কথা বলবে ছন্দময় মিষ্টি কথা দ্বারা হৃদয় ভরে দিবে। জান্নাতের ঘরসমূহে যখন তারা ঘুরাফেরা করবে তখন তাদের আলোতে ঘরগুলো আলোকময় হয়ে যাবে। জান্নাতের অধিবাসী নারী-পুরুষগণ হবেন

Scanned by CamScanner

হবেন একই বয়সের পরিপূর্ণ যুবক-যুবতী। তুমি যদি জান্নাতের হুরদের সৌন্দর্য্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর তাহলে আমি বলবোঃ তুমি কি চন্দ্র ও সূর্যের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করেছ? তাদের চোখের রং সম্পর্কে জানতে চাইলে জেনে নাও যে, তাদের চোখের রং হবে পরিষ্কার সাদার মাঝে কাকের কালো চোখের মত কালো বর্ণের। তাদের শরীরের কোমলতা হবে বৃক্ষের কচি শাখা-পাতার ন্যায় নরম ও কোমল।

তুমি যদি তাদের শরীরের রং সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো তবে জেনে নাও যে তাদের শরীরের রং হবে প্রবাল ও পদ্মরাগের মত উজ্জ্বল। জান্নাতে মু'মিনদের জন্যে রয়েছে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। তাদের বাহিরের সৌন্দর্যের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ চরিত্রও হবে অত্যন্ত সুন্দর ও পূত-পবিত্র। তারা হবে অন্তরের প্রশান্তি ও চক্ষু শীতলকারিনী। তারা হবে স্বামীদের কাছে অতি প্রিয় কোমল দেহ বিশিষ্ট আরব্য রমণীতুল্য। সেই রমণী সম্পর্কে আপনাদের কিরূপ ধারণা? তিনি যখন তার স্বামীর চেহারার দিকে তাকাবেন তখন তার হাসিতে জান্নাত আলোকিত হয়ে উঠবে। যখন তিনি এক প্রাসাদ থেকে অন্য প্রাসাদে গমণ করবেন তখন তুমি দেখে বলবে এই তো সূর্য তার কক্ষপথ ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। যখন তিনি তার স্বামীর সাথে কথা বলবেন তখন কতইনা সুন্দর হবে সেই কথোপকথন!! যখন তাঁর স্বামীর সাথে আলিঙ্গন করবেন তখন কতইনা সুন্দর হবে সেই আলিঙ্গন। হুরেরা যখন গান গাইবে তখন কতইনা সুন্দর হবে সে গান!! যখন তাদের সাথে মেলামেশা করবেন কতইনা আনন্দময় হবে সেই মেলামেশা!! যখন তাকে চুম্বন করবেন তখন সেই চুম্বন হবে তার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু।

হে যুবক! তুমি যদি নসীহতগুলো কান পেতে শুনে থাক, তাহলে দুআ করি আল্লাহ্ তোমাকে তা পালন করার তাওফীক দিন। তোমার রব তোমার লজ্জা স্থান হেফাজত করুন। মন পবিত্র রাখুন এবং তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করুন।

Scanned by CamScanner

হে যুবতী বোন!

তুমি আল্লাহকে ভয় কর। লজ্জাস্থানের হেফাজত কর। তুমি কি তোমার প্রভুর নাফরমানী করতে চাও? নাফরমানী করে পালাবে কোথায়? তোমাকে একদিন তোমার প্রভুর দরবারে হাজীর হতে হবে। তিনি তোমার পূর্বাপর সমস্ত আমল চোখের সামনে তুলে ধরবেন।

হে সম্মানিত যুবতী বোন! তুমি কি নিজেকে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন করতে চাও? তোমার পিতা-মাতা, ভাইদের ও আত্মীয় স্বজনকে অপমানিত করতে চাও? তুমি কি চাও তোমার কারণে তোমার পিতার সামাজিক মান ইজ্জত চলে যাক?

যে যুবক তোমার সাথে গোপনে প্রেম বিনিময় করতে চায়, তুমি কি তার মনের খবর জান? তুমি কি জন না কত নারী দুষ্ট পুরুষের ভালবাসা ও প্রেমের ফাঁদে পড়ে চরিত্র ও সতীত্ব উভয়ই হারিয়েছে? তোমাকে যদি সে তার জীবন সঙ্গীনী করতে চায়, তাহলে গোপনে প্রেমের প্রস্তাব কেন? তোমার অভিভাবকের কাছে মাথা উঁচু করে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে না কেন?

ধরে নিলাম তুমিও তাকে জীবন সঙ্গী হিসাবে পছন্দ করেছো। তবে সে তোমাকে প্রকৃত পক্ষেই ভালবাসে এবং তোমাকে বিয়ে করবে- তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত? তাকে পরীক্ষা করেছো? তুমি একজন মুসলিম নারী হিসাবে মূলত তামাকে জানতে হবে, সে তো এখনও তোমার স্বামী হয় নি। তার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা, কোথাও ভ্রমণ করা এখনও তোমার জন্য হালাল হয় নি। তোমার শরীরে হাত দেয়ার অধিকার এখনও তার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তোমার নবী কি বলেছেন একটু শোন।

➲ (১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ

«لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»

Scanned by CamScanner

"মাহরাম (শরীয়তের বিধানে যার সাথে বিবাহ হারাম) সঙ্গী ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে এবং কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে"।[১৩৭]

➲ (২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»

"যে মহিলা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য কোন মাহরামকে সাথে না নিয়ে একদিন এবং এক রাত্রির পথ সফর করা বৈধ নয়"।[১৩৮] ধরে নিলাম সে তোমাকে বিয়ে করেই নিল, কিন্তু তোমার অভিভাবক এতে রাজী হয় নি, এক্ষেত্রে ইসলাম কি বলছে সেটাও তোমাকে জানতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«أَيَمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْرِ إِذن وَلِيهَا فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل»

"যে মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত নিজে নিজে বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল"।[১৩৯]

সুতরাং পিতা বা অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে সংঘটিত হয়ে গেলেও তা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক হয় না। যদিও কোন আলেম, কাজী কিংবা কোর্টের মাধ্যমে হয়েছে। আলেম, কাজী বা কোর্টকে এই অধিকার দেয়া হয় নি। পিতার সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ কোথায় বিয়ে হলে মেয়ের কল্যাণ হবে এটা মেয়ের চেয়ে অভিভাবকই বেশী অবগত আছেন। সৃষ্টিগতভাবে ও বিবেকবুদ্ধির দিক থেকে নারীগণ সাধারণত অপূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকেন। এখানে নারীর অধিকার খর্ব করা হয় নি। জন্ম দাতা মেয়ের ভালমন্দ দেখবেন, বুঝে শুনে সৎপাত্রের সঙ্গেই বিয়ে দিবেন এটাই স্বাভাবিক। যাতে করে নারীগণ প্রতারিত ও ক্ষতির সম্মুখীন না

---

১৩৭ . বুখারী, অধ্যায়ঃ মহিলাদের হজ্জ।

১৩৮. বুখারী, অধ্যায়ঃ কত দূরের সফরে নামায কসর করবে?

১৩৯. তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহী বলেছেন। দেখুন সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং- ৩১৩১।

Scanned by CamScanner

হোন এজন্যই ইসলাম অভিভাকের অনুমতির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারূপ করেছে।

অভিভাবক ছাড়া নারীপরুষের বিবাহ শুদ্ধ হয় না। এরকম বিয়ের মাধ্যমে সহবাস করলে তা প্রকাশ্য ব্যভিচারে পরিণত হবে। এর মাধ্যমে যত সন্তান হবে তা যেনার সন্তান হিসাবে ধরা হবে। সুতরাং হে মুসলিম যুবক! হে মুসলিম যুবতী ব্যভিচার থেকে সাবধান! তা থেকে দূরে থাকুন।

হে মুসলিম যুবতী! তুমি কি জান তোমার প্রকৃত সম্পদ ও গর্বের বিষয় কোন্‌টি? পরীর মত রূপচেহারা? পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জল রং? অঢেল ধনসম্পদ? লেখাপড়ায় কৃতিত্ব? এগুলো তোমার গর্বের বিষয় নয়। প্রকৃত সম্পদও নয়।

হে বোন! তোমার সতীত্ব ও পবিত্রতা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। এটিই তোমার একমাত্র গর্বের বিষয়। এটা যদি তোমার সংরক্ষিত থাকে তাহলে তুমি তা নিয়ে গর্ব করতে পারো।

হে যুবতী বোন! আল্লাহ্ যেন তোমাকে নসীহতগুলো বুঝার সুমতি দান করেন। আমীন॥

হে সাদা চুলধারী বৃদ্ধ!

ওহে সেই ব্যক্তি, যার বয়স বৃদ্ধি হয়েছে। মাথার চুল সাদা রং ধারণ করেছে। পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে। আপনি যদি যৌবনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে থাকেন এবং ব্যভিচার থেকে পবিত্র থেকে থাকেন তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন এবং তার প্রশংসা করুন। কারণ তিনিই আপনাকে এই জঘণ্য পাপ থেকে হেফাজত করেছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করুন বাকী জীবনের দিনগুলো যেন পিছনের দিনগুলোর মতই সুন্দর; বরং তার চেয়ে ভাল করে পার করেন।

আর সেই বৃদ্ধকে বলছি, যিনি যৌবনের টানে এবং শয়তানের ফাঁদে পড়ে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়েছেন বা এখনও তাতে জড়িত আছেন অথবা যৌবন চলে যাওয়ার কারণে মনে মনে কামনা করছেন শক্তি থাকলে আমি আবারও মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতাম, আপনি কি জানেন না উম্মাতে মুহাম্মাদীর সাধারণ বয়স হচ্ছে ৬০ হতে ৭০ এর মাঝখানে?

Scanned by CamScanner

আপনি কি জানেন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃদ্ধ ব্যভিচারীর জন্য কি বলেছেন? তিনি বলেছেনঃ

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ»

"তিন জন লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব। (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ (৩) অহংকারী ফকীর"।[১৪০]

শুধু কি তাই? আরো কঠিন দুঃসংবাদ হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً»

আল্লাহ পাক ঐ বৃদ্ধের অযুহাত পেশ করার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন, যার আয়ু ৬০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়ু করেছেন।[১৪১]

হে বৃদ্ধ! আপনি কি জানেন না আপনার জীবনের সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে? আপনি কি দেখেন না যে, আপনার সম বয়স্ক অনেকেই চলে গেছেন? কবর তাদের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। না কি আপনি মনে করছেন তারা চলে গেছে আর আপনি চির দিন থাকবেন? আপনার কি এখনও হুঁশ হয় নি? মৃত্যু কি আপনার বাড়ীর আঙ্গিনা পর্যন্ত চলে আসে নি? আপনার কি তাওবার সময় হয়নি? এখনও সময় আছে। জীবন সায়াহ্নে এসেও যদি তাওবা করেন, আল্লাহ্ আপনা তাওবা কবুল করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»

"অপরাধ করার পর যে তাওবা করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কোন অপরাধই করেনি"।[১৪২] তবে সময় চলে গেলে আফসোস করে লাভ হবে না। সময় চাইলেও তা দেয়া হবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

---

১৪০. মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

১৪১. বুখারী, হাদীছ নং- ৬০৫৬

১৪২. ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুয যুহ্দ।

Scanned by CamScanner

﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন"।[১৪৩]

হে আলেম ও দাঈগণ!

হে আলেম ও দাঈ ভাইগণ! আল্লাহ্ আপনাদেরকে বিরাট এক নেয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ﴾

" বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান"।[১৪৪] আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

"আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে"।[১৪৫] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»

"যে ব্যক্তি জ্ঞনার্জনের উদ্দেশ্যে কোন রাস্তা চলবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দিবেন। শিক্ষার্থীর (জ্ঞান শিক্ষা) কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেস্তারা তাদের জন্য তাদের ডানাগুলো বিছিয়ে দেন।

---

১৪৩. সূরা মুনাফিকুন-৬৩:১১
১৪৪. সূরা যুমার-৩৯:৯
১৪৫. সূরা ফাতির-৩৫:২৮

Scanned by CamScanner

আর আলেমের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে- এমনকি পানির মাছও। এবাদত গুজার একজন ব্যক্তির উপর জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তির মর্যাদা ঠিক সেই রকম যেমন নক্ষত্ররাজির উপর একটি চাঁদের মর্যাদা। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তাঁরা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গিয়েছেন শুধু মাত্র ইলম বা ওহীর জ্ঞান। যে ব্যক্তি উহা অর্জন করবে সে পরিপূর্ণ অংশ অর্জন করবে।"[১৪৬]

সুতরাং আপনার ইল্‌মের যাকাত আদায় করুন। সৎকাজের আদেশ দিন, অসৎ কাজ থেকে বারণ করুন, মানুষকে আল্লাহর সীমা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিন, কল্যাণের কাজে উৎসাহ দিন এবং অকল্যাণ থেকে সাবধান করুন। মুসলিম যুবক, যুবতী ও পিতা-মাতাসহ সকলকে ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করুন। সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার কাজে ব্রতী হোন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম"।[১৪৭] আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

---

১৪৬. হাসান আবু দাউদ, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ। হা/ ৩১৫৭। তিরমিযী, অধ্যায়: ইলম, অনুচ্ছেদ: ইবাদতের চাইতে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা বেশী। হা/ ২৬০৬। ইবনু মাজাহ্ ভূমিকায় অনুচ্ছেদ: আলেমদের ফযীলত ও জ্ঞানার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ হা/ ২১৯। ছহীহ্ তারগীব ও তারহীব আলবানী হা/ ৬৮।

১৪৭. সূরা আল-ইমরানঃ ১০৪

Scanned by CamScanner

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের জন্য। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখবে।"[১৪৮]

এ আয়াতে মুসলিম জাতির পরিচয়ের জন্য দাওয়াতী কাজকেই বড় আলামত রূপে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং উহা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ "

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন গর্হিত বিষয় দেখে, সে যেন তা স্বীয় হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি তা করতে সক্ষম না হয় তবে তার যবান দ্বারা প্রতিবাদ করবে, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা প্রতিবাদ করবে। আর এটা হল সব চেয়ে দুর্বল ঈমান"।[১৪৯]

পরিশেষে

হে আল্লাহর বান্দা! নিরাশ হয়ো না, এসো তাওবার পথে। হে আল্লাহর বান্দা! ব্যভিচারের ভয়াবহ শাস্তি এবং এর পরিণাম সম্পর্কে তুমি অবগত হলে। তোমার দ্বারা যদি ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এখন যদি তুমি সংশোধন হতে চাও, তাওবা করে পবিত্র হতে চাও, তাহলে তোমার কি কোন ব্যবস্থা নেই? অবশ্যই আছে। তুমি আর দেরী করো না। ফিরে এসো তাওবার পথে। তোমার জন্যে এখনো তাওবার দরজা উম্মুক্ত রয়েছে। তাওবা করলে আল্লাহ তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহর রহমতের দরজা এখনো তোমার জন্য উন্মুক্ত আছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

---

১৪৮. সূরা আল ইমরানঃ ১১০

১৪৯. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা। অন্তর দ্বারা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার তাৎপর্য হচ্ছে, অন্যায় কাজ ও অন্যায়কারীদেরকে বর্জন করবে এবং অন্তর দ্বারা আল্লাহর দরবারে তাদের হেদায়াত কামনা করবে।

Scanned by CamScanner

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

"হে মুমিনগণ। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর, আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত"।[১৫০] আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"হে নবী! বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চিয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু"।[১৫১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»

"অপরাধ করার পর যে তাওবা করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে মূলত কোন অপরাধই করেনি"।[১৫২] তিনি আরো বলেনঃ

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»

"দিনের বেলা যারা পাপকাজ করে, তাদের তাওবা কবুল করার জন্য আল্লাহ্ রাতের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন আর যারা রাতের বেলা পাপ কাজ করে তাদের তাওবা কবুল করার জন্য দিনের বেলা হাত প্রসারিত করে রাখেন"।[১৫৩] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

---

১৫০. সূরা তাহ্‌রীম-৬৬:৮

১৫১. সূরা যুমার-৩৯:৫৩

১৫২. ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুয যুহ্‌দ।

১৫৩. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ গুনাহ্ থেকে তাওবা করা।

Scanned by CamScanner

«للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِونْهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»

"বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় খাদ্য-পানীয়সহ বাহনটি পালিয়ে গেল। সে তা ফিরে পাওয়া থেকে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে বসেছে।[১৫৪] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ

---

১৫৪. মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাওবা।

Scanned by CamScanner

فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ»

"বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করল। অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আমি আপনার প্রভু। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে বসেছে।[১৫৫] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى

---

১৫৫. মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্ তাওবা।

Scanned by CamScanner

أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করল। অতঃপর †লাকদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে? বলা হলো অমুক পাদ্রী। সে তার নিকট গিয়ে বলল যে, সে তো নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে। তার কোন তাওবা করার সুযোগ আছে কি? পাদ্রী বললঃ তোমার কোন তাওবা নেই। এই কথা শুনে পাত্রীকেও হত্যা করে একশ পূর্ণ করল। অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ এ যুগের সবচেয়ে বড় আলেম কে? এবার তাকে একজন আলেমের সন্ধান দেয়া হলো। আলেমের কাছে গিয়ে বলল যে, সে একশটি প্রাণ হত্যা করেছে। তার কোন তাওবা আছে কি? আলেম বললেনঃ হ্যাঁ, তাওবা আছে। তাওবার মাঝে এবং তার মাঝে কে বাধা সৃষ্টি করলো? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে একদল লোক পাবে। তারা আল্লাহর এবাদতে রত আছে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর এবাদত করতে থাকো। আর নিজের এলাকায় কখনো ফিরে এসোনা। সে তথায় রওয়ানা হয়ে গেল।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। মৃত্যুর পর রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা এসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেনঃ সে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফেরত এসেছে। সুতরাং আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাব। আজাবের ফেরেশতাগণ বললেনঃ সে কখনও ভাল কাজ করেনি। বরং সে একশটি প্রাণ হত্যা করেছে। আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর আযাবের দিকে নিয়ে যাব। এমতাবস্থায় মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আগমণ করলেন। তারা তাকে উভয় দলের মাঝে বিচারক নির্ধারণ করলেন। তিনি ফয়সালা দিলেন যে, তোমরা এই স্থান থেকে দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখ। তারা দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখল যেই এলাকার দিকে সে রওনা হয়েছিল সেই দিকে অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবজ করে নিয়ে গেল।

Scanned by CamScanner

হে আল্লাহ্! অন্তর সদা পরিবর্তনশীল। তাই তোমার কাছে এই প্রার্থনাঃ

«اللهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَ صَرِّفْهُ عَلَى طَاعَتِكَ»

"হে আল্লাহ! হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখো এবং তোমার আনুগত্যের প্রতি উহাকে ধাবিত করো"।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের নারী-পুরুষদেরকে ব্যভিচারের ফিতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচাও। তুমি যাকে বাঁচাবে সেই কেবল ফিতনা থেকে বাঁচতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

﴿وَإِلا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

"তুমি যদি আমার উপর থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করো, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো"।[১৫৬]

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে পবিত্র রাখো! আমাদের যুবক-যুবতীদেরকে হেফাজতে রাখো! সকলকে মার্জনা কর।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এই অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখো। আমাদের স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, ভাই-বোন, পিতামাতা এবং সমস্ত মুসলিম নরনারীকে যেনা-ব্যভিচারসহ সকল পাপের কাজ থেকে হেফাজতে রাখো!

«سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

"হে আল্লাহ! তুমি অতি পবিত্র। প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি"। আমীন!

১৫৬. সূরা ইউসুফ-১১:৩৩

Scanned by CamScanner

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।
ওয়েব: http://wahidiyalibrary.blogspot.com
wahidiyalibrary@gmail.com ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

আমাদের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/ সম্পাদক	মূল্য
০১	তাজবীদসহ সহজ পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার মুহাম্মাদী কায়দা ও ১২১ টি দু'আ	সম্পাদনায়: আব্দুল খালেক সালাফী	৩০
০২	তাফসীর ইবনে কাসীর (১-১৮ খণ্ড)		৩৮০০
০৩	ফিরিশ্‌তা জগৎ অনুবাদ ও সম্পাদনায়: আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী		৫০
০৪	**"মুখতাসার যাদুল মা'আদ"** মূল: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী অনুবাদ: আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী		২৫৫
০৫	**"অনুদিত সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ"** (১,২ খণ্ড) আধুনিক ফিক্বহী পর্যালোচনায় *নাসিরুদ্দীন আলবানী, *আব্দুল্লাহ বিন বায* মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন		২৬০ ৩০০
০৬	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী		৫০
০৭	ছালাতুর রাসূল	ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব	১০০
০৮	**"সলাত পরিত্যাগ কারীর বিধান"** মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন অনুবাদ ও সম্পাদনায়: শায়খ মতিউর রহমান মাদানী		১৫
০৯	সহীহুল বুখারী (১-৬ খণ্ড)		৩৮০০
১০	সহীহ মুসলিম (১-৬ খণ্ড)		৩৬০০
১১	সহীহ আবু দাউদ (১-৫ খণ্ড)		৩০০০
১২	সুনান আন-নাসায়ী, (১ম খণ্ড)		৭০০
১৩	সহীহ আত-তিরমিযী (১-৬ খণ্ড)		১৬০০
১৪	তাহক্বীক ইবনে মাজাহ (১-৩ খণ্ড)		২০০০
১৫	তাহক্বীক মিশকাতুল মাসাবীহ (১-২খণ্ড)		১৩০০
১৬	তাহক্বীক রিয়াযুস্ব-স্বলেহীন একত্রে		৮০০
১৭	বুলুগুল মারাম		৫০০
১৮	আর-রাহীকুল মাখতুম		৫০০
১৯	জাল যঈফ হাদীস সিরিজ (১-৪খণ্ড)		১০০০
	মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা,	আবু আব্দুল্লাহ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	১০০
২০	"সহীহ ফাযায়িলে আমল"	আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ	৫০০
২১	আদর্শ পরিবার, আইনে রসূল দু'আ অধ্যায়, আদর্শ নারী, আদর্শ পুরুষ, কে বড় লাভবান, কে বড় ক্ষতিগ্রস্থ, মরণ একদিন আসবেই, উপদেশ, আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ		
২২	জাল হাদীসের কবলে রসূলুল্লাহর সালাত, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামাতে দ্বীন, শরঈ মানদণ্ডে মুনাজাত, তারাবীর রাকাআত সংখ্যা, মুযাফ্ফর বিন মহসিন		
২৩	কুরআনের ফজিলত ও আমল	-সাইফুদ্দীন বেলাল আল-মাদানী	২৮
২৪	ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে মাযহাব প্রসঙ্গ, সম্পাদনায়: আব্দুল খালেক সালাফী		

Scanned by CamScanner

২৫	মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
২৬	মরণকে স্মরণ	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৫০
২৭	সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা (৩ খণ্ড একত্রে)	আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল	১০০
২৮	পীরতন্ত্রের আজবলীলা	আবু তাহের বর্দ্ধমানী	৫০
২৯	ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত যুদ্ধ-বিদ্রহের ঘটনা ও শিক্ষাবলী		
৩০	ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে সালাতুন নাবী ﷺ ও বিধান সূচী	সম্পাদনায়: আব্দুস সামাদ সালাফী	৪০
৩১	কুফরী ফতোয়া ও তার কুপ্রভাব	সাইফুদ্দীন বেলাল আল-মাদানী	৫৫
৩২	সহীহ ফাতাওয়া মাসাইল (১, ২)	শায়খ সাইদুর রহমান রিয়াদী	১৪০+১৪০
৩৩	১২ মাসের বিষয় ভিত্তিক সহীহ খুৎবায়ে মুহাম্মাদী	আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস যায়নুল আবেদীন বিন নুমান	
৩৫	আকীদা বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল, দু'আ, যিকির ও বিভিন্ন আমল	মূল: আব্দুল আব্দুল আযীয বিন বায আবদুল্লাহ আল কাফী আল মাদানী	
৩৬	সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার পরিত্রাণের উপায়	গবেষণা বিভাগ, ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী	
৩৭	স্বলাত সম্পাদনের পদ্ধতি	শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)	১৪০
৩৮	নারীদের প্রতি বিশেষ উপদেশ	যায়নুল আবেদীন বিন নুমান	
৩৯	আদর্শ ছাত্র জীবন	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৩০
৪০	"কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নির্বাচিত ঘটনা ও শিক্ষাবলী"	গবেষণা বিভাগ, ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী	
৪১	শর্টকাট টেকনিক সমৃদ্ধ ম্যাথ টিউটর	মাকছুদুর রহমান	৬০
৪২	জ্বিন ও শয়তান জগৎ	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	১২৫
৪৩	ছোটদের ছোট গল্প	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৩০
৪৪	সাহাবায়ে কেরাম	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
৪৫	নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ও কবিতায় অনৈসলামিক আক্বীদা	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৬০
৪৬	অযাহাক্বাল বাতিল	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৬০
৪৭	হে আমার মেয়ে	আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৫
৪৮	হাদীসের সম্ভার	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
৪৯	কারবালার প্রকৃত ঘটনা?	আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	১৭
৫০	শানে নুযূল সহ সহজ ভাষায় অনূদিত শব্দার্থে আল কুরআন	সম্পাদনা পরিষদ, ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী	
৫১	আলামুস-সুন্নাহ	আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	
৫২	জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ফাযীলাতসহ সহীহ দু'আ সমূহ	আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস যায়নুল আবেদীন বিন নুমান	
৫৩	নবীদের কাহিনী (১-২-৩)	ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব	৬০০
৫৪	সিলসিলা সহীহা (১-২)	মূল: নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ.	৭০০
৫৫	ছালাতুন নাবী ﷺ -শাইখ হুসাইন আহমাদ কাসেমী		৭০

বি.দ্র. পার্সেলের মাধ্যমে বই পাঠানোর সুব্যবস্থা রয়েছে।

Scanned by CamScanner

তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়োনা

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

Scanned by CamScanner